মীরকাশিম

—পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত—

(ঐতিহাসিক পঞ্চাঙ্ক নাটক)

মন্মথ রায় এম্-এ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পাঁচসিকা

রচনা ঃ—

১৮ই নভেম্বর হইতে ৭ই ডিসেম্বর ১৯৩৮

৩০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ফ্লাট ৮

কলিকাতা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে

শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা



মীরকাশিম

বাঙলার অতীত-স্বাধীনতার সন্ধ্যাদীপ !

দীপ নির্ব্বাপিত

কিন্তু

স্মৃতি বর্ত্তমান !!

স্মৃতির সেই বেদীমূলে

প্রণাম করি ।

মন্মথ রায়

২৪. ১২. ৩৮

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ

শ্রদ্ধাস্পদেষু

স্নেহধন্য

মন্মথ রায়

লেখকের কথা

—জাতিকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিবার পুণ্যসাধনা গ্রহণ করিয়া নাট্যনিকেতননায়ক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ নাট্যজগতে যে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে তাহা স্থান পাইবে সন্দেহ নাই। তাঁহারই ঐকান্তিক উদ্যোগ ও উদ্যমে বর্ত্তমানকালে "গৈরিক পতাকা" "কারাগার" এবং "সিরাজদ্দৌল্যা" অভিনীত হইয়া আত্মবিস্মৃত জাতিকে জাতীয়তা-বোধে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, তাঁহারই ঐকান্তিক আগ্রহ এবং চেষ্টায় আজ "মীরকাশিমে"র অভিনয়ও সম্ভব হইল। শ্রীযুক্তপ্রবোধচন্দ্র গুহ "নাট্যনিকেতন"কে জাতীয়-রঙ্গালয়ে পরিণত করিয়াছেন; তজ্জন্য তিনি শুধু আমার নহে দেশবাসীরও শ্রদ্ধাঞ্জলি লাভ করিয়াছেন। "মীরকাশিম" রচনার গুরুভার আমার হস্তে ন্যস্ত করিয়া তিনি যে অসীম ধৈর্য্য এবং স্নেহের সহিত আমাকে আদ্যোপান্ত সাহায্য করিয়াছেন, তাহার অভাব হইলে এ নাটক-রচনা আমার পক্ষে সম্ভব হইত না বলিয়াই আমি মনে করি। Long's Selections from Unpublished Records of British India, History of Bengal Army, Torren's Empire in Asia, Wheeler's Early Records of British India, Rise of the Christian Power in British India (Major B.D. Bose) Akshoy Kumar Maitra's Mirkasim, Seir-ul-Mutakherin, Dutt's Economic History of British India, Brojendra Bandopadhyaya's Papers on Mirkasim—

প্রভৃতি বহু প্রামাণ্য-গ্রন্থ হইতে মীরকাশিমের ইতিবৃত্ত সংগৃহীত হইয়াছে এবং এ নাটকে ইতিহাস বিকৃত হয় নাই বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

বন্ধুবর সতু সেন, প্রীতিভাজন সুধীর গুহ এবং শ্রদ্ধেয় বন্ধু শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত আমাকে নাটক-রচনায় যে-সাহায্য করিয়াছেন তজ্জন্য আমি তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় নাটকের গান রচনা করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। নাটকের নৃত্য-পরিকল্পনা করিয়াছেন নাট্যলক্ষ্মীকল্পা শ্রীযুক্তা নীহারবালা। গানের সুর বিধান করিয়াছেন সুর-শ্রী শ্রীযুক্ত অমর বসু। তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। স্নেহাস্পদ শ্রীমান সুকোমল সেন (ঢাকা), শ্রীমান অনিলকুমার ঘোষ (বালুরঘাট), শ্রীমান দেবনারায়ণ গুপ্ত (রাণাঘাট), শ্রীমান অনাদিপ্রসাদ সেন (নাটোর), প্রীতিভাজন পুলকেশ দে সরকার (কলিকাতা) এবং কল্যাণীয়া ভগ্নী শ্রীলীলা রায় (স্কটিসচার্চ্চ কলেজ) আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাহাদিগকে আমার সস্নেহ প্রীতি জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীমান অনিলকুমার ঘোষ পুস্তকের প্রচ্ছদপটখানি আঁকিয়া দিয়াছেন; তাহাকে আমার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

৩০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
ফ্ল্যাট আট
কলিকাতা

মন্মথ রায়
২৪শে ডিসেম্বর,
১৯৩৮



মীরকাশিম

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মুঙ্গের দুর্গে মন্ত্রণাগার

পর পর কয়েকটি গুলির শব্দের মধ্যে পটোত্তলন। একজন গুপ্তচর ভূপতিত—তাহার শেষ আর্ত্তনাদ—মৃত্যু।

নজাফ খাঁ। বেইমান! বেইমান!

মীরকাশিম, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রভৃতির প্রবেশ

মীরকাশিম। নজাফ খাঁ!

নজাফ খাঁ। বেইমান—গুপ্তচর—

মীরকাশিম। বাংলায় বেইমানের অভাব নেই নজাফ খাঁ—তা হ'লে অনেককেই হত্যা ক'রতে হয়—তোমাদের নবাবও বাদ যায় না—কিন্তু চক্রীদের চক্রান্তের ভয়ে মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে এসেও নিস্তার নেই, এখানেও গুপ্তচর!

নজাফ খাঁ। তকী খাঁর প্রেরিত চর-মুখে সংবাদ পাই—সপ্তাহ আগে চিৎপুর দেওয়ানখানায় মনি বেগমের আহ্বানে এক বৈঠক বসে।

মীরকাশিম। আমাকে সিংহাসনচ্যুত ক'রবার জন্যই তো বৈঠকের আহ্বান—

নজাফ খাঁ। বৈঠকে ক'লকাতার কাউন্সিলের সদস্যগণ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন।

মীরকাশিম। তাতেও বিস্মিত হবার কারণ নেই—গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট এবং হেষ্টিংস ব্যতীত আর সকলেই আমার ওপর বিরূপ; কেননা আমার জন্য তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধি হ'চ্ছে না!—

নজাফ খাঁ। অনেক রাজা মহারাজা জমীদারও সে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

মীরকাশিম। থাক্‌বেনই তো। মীরকাশিম নবাব হওয়ায় তাঁরা ব্যক্তিগত সুযোগ পাবেন ভেবেছিলেন—কিন্তু বেইমান মীরকাশিম যে নবাবী গ্রহণ ক'রে পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ক'রবে সে ধারণা তাঁরা ক'রতে পারেন নি।

নজাফ খাঁ। মনি বেগমের প্ররোচনায় সকলে মীরজাফরকে গদী দেওয়ার ষড়যন্ত্র ক'র্‌ছেন!—এখন সমস্ত নির্ভর ক'র্‌ছে অমিয়ট আর হে সাহেবের দৌত্যের ওপর।—

মীরকাশিম। জীবনে যে-ভুল একবার ক'রেছি—এবার প্রাণ দিয়েও সে-ভুলের প্রায়শ্চিত্ত ক'রবো, তাদের কথায় প্রজার স্বার্থের বিরুদ্ধে আমি কোনো সন্ধি ক'রবো না।

নজাফ খাঁ। বৈঠক ব'সবার পূর্ব্বেই অমিয়ট আর হে সাহেব ক'লকাতা থেকে চ'লে আসেন—তাঁদের কিছু গুপ্ত উপদেশ দেওয়ার জন্য এই বেইমানকে তারা গুপ্তচর পাঠিয়েছে। আমাদের চর বরাবর এর সঙ্গে থাকায় মুঙ্গেরে পৌঁছে ও সাহেবদের কুঠিতে যেতে সাহসী হয়নি।

মীরকাশিম। হুঁ। এ-ই যে সেই গুপ্তচর—তার প্রমাণ?

নজাফ খাঁ। আছে।

জগৎশেঠ। রক্তে যে সব ভেসে গেল! উঃ! কী বীভৎস! (মৃতদেহের প্রতি রক্ষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া) নিয়ে যা—নিয়ে যা—নবাবের চোখের সাম্‌নে থেকে এ দৃশ্য সরিয়ে নে—

মীরকাশিম। একটু পরে শেঠজী।

জগৎশেঠ। (মৃতদেহ যেন আর কিছুতেই সহ্য হইতেছে না) কিন্তু আপনার চোখের ওপর এই বীভৎস দৃশ্য!

রাজবল্লভ। দরবারে এই প্রকার হত্যা—

নজাফ খাঁ। হত্যা ব'লবেন না রাজা—বলুন শাস্তি—

রাজবল্লভ। বিনা বিচারে—

নজাফ খাঁ। নির্দ্দোষীকে হত্যা ক'রে থাকি নবাব আমায় শাস্তি দেবেন।

মীরকাশিম। প্রমাণ নজাফ খাঁ?

নজাফ খাঁ। (গুপ্তচরের জুতার মধ্য হইতে একটা লাল-পাঞ্জা বাহির করিয়া নবাবের সম্মুখে ধরিল)

মীরকাশিম। (লাল-পাঞ্জা পরীক্ষা করিয়া) কোম্পানীর লাল-পাঞ্জা—কোম্পানীর শিলমোহর—সেই সাঙ্কেতিক চিহ্ন!—সিরাজের সময় এই লাল-পাঞ্জার কথা প্রথম শুনি—কিন্তু তখন দেখিনি—প্রথম কবে দেখি জানেন শেঠজী?

জগৎশেঠ। না জনাব।

মীরকাশিম। তিন বৎসর পূর্ব্বে—ক'লকাতায়—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠীতে!

গুরগিন খাঁ। হামি দেখিলাম হাজ।

মীরকাশিম। মীরজাফরের সঙ্গে বেইমানি ক'রতে স্বীকার হ'লাম। শপথ হ'ল। তখন গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট এই লাল-পাঞ্জা দেখিয়ে ব'ললেন—যার হাতে এই লাল-পাঞ্জা পাবেন—জানবেন সে কোম্পানীর বিশ্বস্ততম লোক—বিশ্বস্ততম বন্ধু—প্রয়োজন হ'লে তাকে দিয়ে সংবাদ পাঠাব—এবং সংবাদ সংগ্রহ ক'রব।

গুরগিন খাঁ। তাজ্জব! তাজ্জব!

মীরকাশিম। রাজা রায় দুল্লভের হাতে ঐ লাল-পাঞ্জা দেখেছিলাম, খোজা পিক্রসের হাতে ঐ লাল-পাঞ্জা দেখেছি শেঠজী—আপনার হাতে—

জগৎশেঠ। না জনাব! এ সৌভাগ্য আজও আমার হয়নি। শেঠেরা চিরদিনই বাংলার মসনদের ক্রীতদাস—

মীরকাশিম। ঠিক—ঠিক—শেঠজি বরঞ্চ ব'লতে পারেন ঐ পাঞ্জা একদিন আপনি আমারি হাতে দেখেছিলেন—না?—কিন্তু

ভুলে যাবেন না—তখন ঐ পাঞ্জাই ছিল আমার নবাবী পাবার সোপান—ঐ পাঞ্জা দেখেই, কর্ণেল কলার্ডকে মুর্শিদাবাদ প্রাসাদ দখল ক'র্‌তে সাহায্য ক'রেছিলাম—ঠিক তার দু'ঘণ্টা পরেই—

জগৎশেঠ। আপনাকে নবাবী শীল-মোহর হাতে নিতে হ'ল।

মীরকাশিম। কাজেই লাল-পাঞ্জা হাতে নিয়ে আর কাজ ক'র্‌তে পার্‌লাম কই! দুটো অত বড় জিনিষ এক হাতে এক সঙ্গে ধরে না শেঠজী। হয় লাল-পাঞ্জা নাও—নতুবা নাও নবাবী শীল-মোহর। আপনাদের অনেকেরই হয় তো ইচ্ছা ছিল—ঐ লাল-পাঞ্জা হাতে নিয়ে আমি নবাবী করি—না শেঠজী?

জগৎশেঠ। তা আর হ'ল কই জনাব!

মীরকাশিম। হয়।

জগৎশেঠ। হয়?

মীরকাশিম। হয়—নবাবী নয়—গোলামী।

গুরগিন খাঁ। Shame!

মীরকাশিম। নজাফ খাঁ, মৃতদেহ নিয়ে যেতে বল—কুত্তা দিয়ে খাওয়াবার আজ্ঞা দাও।

মৃতদেহ অপসৃত হইল

নজাফ খাঁ চলিয়া গেল

সিরাজকে মনে ক'রতাম হঠকারী, দাম্ভিক, উদ্ধত। মনে ক'র্‌তাম, দেশে শান্তি সংস্থাপনের সে-ই প্রথম এবং প্রধান

অন্তরায়। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে চেয়ে, বেইমানি ক'রে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে—আমরা তাকে হত্যা ক'র্‌লাম।

রাজবল্লভ। আমরা!

মীরকাশিম। হ্যাঁ, আমরা; নতুবা কে? কার সাধ্য ছিল সেই সিংহ-শিশুর কেশও স্পর্শ করে! পলাশীর যুদ্ধ! সে কি যুদ্ধ? এক দিকে অগণিত নবাব সৈন্য, উপযুক্ত সেনানায়ক, অপর্য্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র—আর এক দিকে বিচলিত বিকম্পিত মুষ্টিমেয় ইংরাজ-সৈন্য—

গুরগিন খাঁ। একটা ফুঁ দিলে কোম্পানীকে কোম্পানীই উড়িয়া যাইত।

মীরকাশিম। সাহসের অভাব ছিল না, অর্থের অভাব ছিল না, অস্ত্রের অভাব ছিল না, কিছুরই অভাব ছিল না। অভাব ছিল দেশাত্মবোধের—অভাব ছিল মনুষ্যত্বের। বুদ্ধিরও অভাব ছিল না—কিন্তু সে ছিল স্বার্থবুদ্ধি।

গুরগিন খাঁ। ভারী বুদ্ধিমান জাত আছে এই বংগালী।

মীরকাশিম। ক্ষমতার প্রলোভনে উদ্দীপ্ত হ'য়ে সিরাজকে বন্দী ক'র্‌লাম—বেগমের মণিমুক্তা লুঠ ক'র্‌লাম—মানুষ হ'য়ে পশুর অধম আচরণ ক'র্‌তে দ্বিধা ক'র্‌লাম না।

জগৎশেঠ। এখন সে অনুশোচনা ক'রে আর লাভ কি জনাব! যা হবার হ'য়েছে—এখন আবার আমরা যাতে শান্তিতে

বাস ক'র্‌তে পারি জনাব—আপনি সেই ব্যবস্থা করুন ; এই আমাদের সকলের মিলিত অনুরোধ।

মীরকাশিম। মীরজাফর নবাব হ'লেন। ভাবলাম সকলে শান্তিতে বাস ক'র্‌ব, দেশে আর যুদ্ধ-বিগ্রহ থাকবে না। প্রজা সুখে থাকবে—আমার সোনার বাংলা আবার ধন-ধান্যে পরিপূর্ণ হবে। কিন্তু যে সুদিন গেল—বাংলার সে সুদিন আর ফিরে এলো না। কোম্পানীর লোকদের শুধু বোনাস দিতেই মুর্শিদাবাদ রাজকোষ শূন্য হ'য়ে গেল। কোম্পানীর দেনা শোধ হ'ল না—ফলে নবাবকে হ'তে হ'ল কোম্পানীর হাতের খেলার পুতুল! মীরজাফরের রাজত্বে হ'ল বাদশাই ফার্ম্মানে বিনা-শুল্কে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য ক'রবার অধিকারের ব্যভিচার। দেখলাম প্রজা যায়, দেশ যায়, বাংলার স্বাধীনতার সূর্য্য চিরতরে অস্তমিত হয়—তখন এই বেইমান যে বেইমান, সেও আর ধৈর্য্য রাখতে পারল না।

গুরগিন খাঁ। হামাডের নবাবের প্রজার উপর যে ডরড আছে টাহা সকলেই জানে।

মীরকাশিম। রাজা রায়দুর্লভ আর ধনকুবের জগৎশেঠের মধ্যস্থতায় বাংলার মসনদ কিন্‌লাম—নবাব মীরজাফরের দেনা কড়ায় গণ্ডায় শোধ ক'র্‌লাম—বাংলার তিন তিনটা পরগণা—বর্দ্ধমান, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুরের রাজস্ব ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দিলাম —দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের খরচা দিলাম পাঁচ লক্ষ তঙ্কা—তবু

কোম্পানীর অত্যাচারের হাত থেকে অব্যাহতি নাই। নাগপাশের এমন বাঁধনে আজ আমরা জড়িয়ে আছি যে এ থেকে আর মুক্তি নেই—মুক্তি নেই।

গুরগিন খাঁ। এবার বাঁধন কাটিয়ে ফেলুন—কোম্পানীকে ডেখিয়ে ডিন হাপনি নবাব—কোম্পানীর চালাকি নবাবের সহিট্ চলিবে না।

মীরকাশিম। পাটনায় এলিস আমার শাসন মানে না—কোম্পানীর সিপাই নবাব-সৈন্যের অপমান করে—কোম্পানীর অন্যায় কাজে বাধা দিলে তারা ধরে' নিয়ে কয়েদ করে—পীড়ন করে। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট আর হেষ্টিংস সাহেব সেদিন মুঙ্গেরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর ক'র্‌লেন—প্রতিশ্রুতি দিলেন, আর প্রজার ওপরে অত্যাচার হবেনা—দেশে শান্তি হবে। কিন্তু আবার কোম্পানী দূত পাঠিয়েছেন অমিয়ট আর হে সাহেবকে—কি মতলবে তা তাঁরাই জানেন!

গুরগিন খাঁ। উহাদের মতলব ভাল নয়—তাহা হইলে কাল নবাবের নাচের মজলিসের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিত না।

রায়দুর্লভের প্রবেশ

রায়দুর্লভ। অমিয়ট আর হে সাহেব নবাবের দর্শনপ্রার্থী।

গুরগিন খাঁ। টাহারা ডরবারে হাসিটেছেন—ভাল করিটেছেন—কিন্তু টাহাদের সাবধান করিয়া ডিলে ভাল হইট, নবাবের হুকুম না মানিলে এবার হামি টাহাডের উচিট্ শিক্ষা ডিব।

রায়দুর্লভ। গোলযোগ! গোলযোগ! চারদিকে গোলযোগ! দু'দিন শান্তিতে থাকতে চেয়েছিলাম—হ'ল না! দেখে শুনে ইচ্ছে হ'চ্ছে—ছেড়ে ছুড়ে কাশী চলে' যাই।

জগৎশেঠ। কেন? কি হ'ল?

রায়দুর্লভ। আর বলেন কেন শেঠজী। এখানে গুরগিন খাঁ ব'লছে 'দেখেঙ্গা' ওখানে অমিয়ট সাহেব ব'লছেন 'দেখেঙ্গা'। 'শোনেঙ্গা' কেউ ব'লছে না।—আমাদের হ'য়েছে—"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা"! জনাব, আমি আর শেঠজী—আমাদের চেয়ে আপনার বেশী হিতাকাঙ্ক্ষী আর কেউ নেই। বয়েস হ'য়েছে। আর কি আমাদের হৈ হৈ রৈ রৈ শোভা পায়। আপনি এখন আরাম করুন—আয়েস করুন—আমাদের বয়েস হ'য়েছে আমরা একটু পরকালের চিন্তা করি। না—না জনাব, 'না' বলবেন না—অমিয়ট আর হে সাহেব আসছে—তারা যা চায় তা নিক্ না—নবাবী তো আর চাইছে না। গোলমাল মিটে যাক্—এ কাঠ-খোট্টা দেশ ছেড়ে মুর্শিদাবাদ চলুন—মুর্শিদাবাদ যে কাঁদছে!

মীরকাশিম। মুর্শিদাবাদ! রাজা রায়দুর্লভ, শ্রেষ্ঠী মহাতাপচাঁদ, বিচক্ষণ রাজবল্লভ, শুনে আশ্বস্ত হ'লাম—মুর্শিদাবাদের জন্য আপনাদের প্রাণ আজ কাঁদছে! কিন্তু মুর্শিদাবাদকে শ্মশান ক'রে সেই তমসাবৃত নগরীর পথে পথে সিরাজের শবদেহ নিয়ে আপনারা প্রেতের যে তাণ্ডব ক'রেছিলেন, তাও আমি

দেখেছি। রাজা রায়দুর্লভ! জগৎশেঠ! শুধু নিজেদের স্বার্থ চিন্তাই ক'র্ছেন—দেশের কথা একবারও ভাবছেন না। আপনারা কি এখনও লক্ষ্য ক'র্ছেন না, কোম্পানী এখন শুধু বাণিজ্য ক'র্তে চায়না, বিনা শুল্কে অবাধ বাণিজ্যেও কোম্পানী আর খুসী নয়, এখন তাদের লক্ষ্য বাংলার মসনদ? শোষণ সম্পূর্ণ—এবার তারা চায় শাসন! রায়দুর্লভ! জগৎশেঠ! ক্ষুদ্র স্বার্থের মোহে আমরা অন্ধ হ'য়ে এতদিন তা বুঝতে পারিনি,—আজ বুঝতে পেরেও কি তার প্রতীকার ক'র্ব না? শেষে—শেষে আমাদেরই হাতে উঠবে পরাধীনতার প্রথম শৃঙ্খল! আমাদেরই জীবনে প্রথম ডুববে—আমাদের এতকালের স্বাধীনতা সূর্য্য!···জগৎশেঠ! রায়দুর্লভ! ভেবে দেখুন—একটিবার ভেবে দেখুন, জাতির ইতিহাসে, দেশের ইতিহাসে কী প্রেতমূর্ত্তিতে আমাদের বিচরণ ক'র্তে হবে চিরকাল! সে ইতিহাস পাঠ ক'রে ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা আমাদের কী আখ্যায় অভিহিত ক'র্বে, কী অভিশাপ দেবে—একটি বার ভেবে দেখুন—একটিবার ভেবে দেখুন!

জগৎশেঠ। আমরা কি ক'র্তে পারি জনাব!

মীরকাশিম। আপনি ধনকুবের, বাংলার ঐশ্বর্য্য আপনারই ঘরে বাঁধা, অর্থে কি না হয়? আপনি কি না ক'র্তে পারেন!

জগৎশেঠ। নবাব সরকারে এখনও লক্ষ লক্ষ টাকা আমার পাওনা। কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন। জয় পরাজয় অনিশ্চিত।

মীরকাশিম। হুঁ। বাংলা আপনারি জন্মভূমি নয়, দেশ নয়। আপনাদের দেশ মাড়োয়ার, না ?

জগৎশেঠ। সে তো কোনো কথা নয়, এ হ'চ্ছে ব্যবসার কথা—লেনদেনের কথা—কারবারের কথা।

মীরকাশিম। রাজা রায়দুর্লভ! আপনি তো বাঙালী!

রায়দুর্লভ। একশ'বার! লক্ষবার! সোনার বাংলা আমার পুণ্য জন্মভূমি। আজ যদি বয়েস থাকতো—দেখতেন, আমি কখনও পিছ-পা' হ'তাম না। কিন্তু বয়েস হ'য়ে পড়েছে—ভেবেছিলাম কালীঘাটে গঙ্গাতীরে—

মীরকাশিম। ও! ক'লকাতায় বলুন!

রায়দুর্লভ! হ্যাঁ, কালীঘাটকে এখন ক'লকাতাই ব'ল্‌ছে! ঐ পীঠস্থানে ব'সে এ বয়সে হিন্দুর যা করনীয়—এতকাল তো আর সে সব—

মীরকাশিম। ও! এতকাল বুঝি মনেই ছিল না যে আপনি হিন্দু!

রায়দুর্লভ। তা—কতকটা তাই বটে!

মীরকাশিম! অমিয়ট আর হে সাহেব আপনাকে ব'লে দিয়েছে আপনি হিন্দু, না? তবে আপনার মনে পড়ে' গেল আপনি হিন্দু, কি বলেন ?

নজাফ খাঁর পুনঃ প্রবেশ

নজাফ খাঁ। জনাব! গুরুতর সংবাদ!

মীরকাশিম। এখানে ততোধিক।

নজাফ খাঁ। সে কি জনাব ?

মীরকাশিম। (জগৎশেঠকে দেখাইয়া) ওঁর হঠাৎ মনে পড়ে’ গেছে, উনি বাংলায় জন্ম নেননি, এখানে শুধু একটা লেনদেনের কারবার রেখেছেন (রায়দুর্লভকে দেখাইয়া) অমিয়ট সাহেব ব’লেছেন উনি হিন্দু এবং হে সাহেব ওঁর কানে কানে এ-কথাও বোধ হয় ব’লে দিয়েছেন আমি মুসলমান ! এতকাল এ-সব আমরা ভুলে ব’সেছিলাম, হঠাৎ আজ এ-সব বেরিয়ে প’ড়ল। বেইমানি ক’র্‌বার সময় এ সব কথা কারো মনে পড়েনি—মনে প’ড়ল কখন জানো ? যখন দেশের জন্য এদের কাছে সাহায্য ভিক্ষা ক’র্‌লাম—তখন। শুনুন, সাহায্য ক’র্‌তে না চান ক’র্‌বেন না, শুধু একটা প্রার্থনা—আর বেইমানি করবেন না।…অন্ধকার রাত্রে হতাশ হ’য়ে যখন আকাশের পানে চাই, কেবলি দেখি সিরাজের অন্তিম লাঞ্ছনা, কেবলি শুনি লাঞ্ছিত সিরাজের অন্তিম হাহাকার—‘বেইমান ! বেইমান !’

নজাফ খাঁ। জনাব !

মীরকাশিম। কি ?

নজাফ খাঁ। তকী খাঁ সংবাদ পাঠিয়েছেন—ক’লকাতা থেকে কোম্পানীর ত্রিশখানা নৌকা বাণিজ্যের নিশান উড়িয়ে মুঙ্গেরে এসে পৌঁছেছে। বাণিজ্যের ছলে ঐ সব নৌকা অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই হ’য়ে এলিসের সাহায্যে পাটনা যাচ্ছে। খানাতল্লাসী ক’র্‌বার জন্য তকী খাঁ ফৌজ নিয়ে বহর আটক ক’রেছেন।

মীরকাশিম। কে আছিস! ইংরেজ দূত অমিয়ট আর হে! (দৌবারিক যাইতেছিল তাহাকে নিষেধ করিয়া) না, নজাফ খাঁ, তুমি নিজে যাও। নিয়ে এস। কিন্তু নৌকা আটকের সংবাদ গোপন রেখো।

নজাফ খাঁর প্রস্থান

রায়দুর্লভ। এ সংবাদ কি আর এতক্ষণ গোপন আছে?

মীরকাশিম। না থাকাই সম্ভব। রায়দুর্লভ! আপনার সেই লাল-পাঞ্জাটার নম্বর কত ছিল মনে আছে?

রায়দুর্লভ। কোম্পানীর পাঞ্জা! তোবা! তোবা! সে আমি কবে গঙ্গায় ফেলে দিয়েছি!

মীরকাশিম। আমি যে লাল-পাঞ্জাটা পেয়েছিলাম তার নম্বর ছিল, মনে পড়ছে না, আপনার মনে পড়ছে জগৎশেঠ?

জগৎশেঠ। না জনাব!

মীরকাশিম। এই—একশ'র মধ্যেই ছিল। এটার নম্বর দেখলাম ত্রিশহাজার কত। এই তিন বছরেই এই! ক'লকাতায় কি লাল-পাঞ্জারও একটা ফ্যাক্টরী ব'সেছে জগৎশেঠ?

রায়দুর্লভ। অদ্ভুত জাত এই ইংরেজ।

মীরকাশিম। ওদের কি দোষ? দোষ আমাদের। ওদের জাতীয়তা আছে, দেশাত্মবোধ আছে, বৃহত্তর জীবনের কল্পনা আছে, আমাদের আজ তা নেই। ক্ষমতা প্রভুত্ব ঐশ্বর্য্য চাওয়াটা

পাপ নয়, হারানো পাপ। আমরা সেই পাপ ক'রেছি—ক'র্ছি! কিন্তু আর কতকাল? কতকাল?

নজাফ খাঁ সহ অমিয়ট আর হে সাহেবের প্রবেশ

অমিয়ট। }
হে। } বণ্ডেগি জনাব!

জগৎশেঠ। (সাহেবদের কাছে আসিয়া) বন্দেগি—বন্দেগি সাহেব!

অমিয়ট। এই যে! শেঠজী! হাঁ, হাপনার কঠাও বলিব। জনাব! হাপনি জগটশেঠডের মুর্শিডাবাড হইট ঢরিয়া হানিয়াছেন। উহারা মানী লোক—ঢনী লোক, গোটা বাংলাটা কিনিয়া লইটে পারেন। এ কাজটা কি হাপনার উচিট হইয়াছে!

গুরগিন খাঁ। উচিট হয় নাই কহিবেন না। বলিবেন শেঠজীকে এখানে ঢরিয়া রাখাটে হাপনার বহুট্ ডরড হইটেছে।

মীরকাশিম। ওঁরা আমার প্রজা। রাজ-কার্য্যের জন্য আমি ওদের মুঙ্গেরে এনেছি—এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা তোমাদের অনধিকার চর্চ্চা! (কিছুক্ষণ পরে) আমার এই প্রজার জন্য তোমাদের যে দরদ দেখছি সাহেব, আমার কোটি কোটি প্রজার জন্য তো সে দরদ দেখিনা। প্রতি পরগণায়, প্রতি গ্রামে, প্রতি কুঠীতে, তোমাদের কোম্পানীর গোমস্তারা নুন,

চাল, চিনি, তামাক, আফিং—আর কত ব'লব—জোর জবরদস্তিতে কিনছে—বিক্রি ক'র্ছে। অত্যাচার ক'রে, পীড়ন ক'রে, প্রহার ক'রে, প্রজাদের কাছ থেকে এক টাকার মাল পাঁচ টাকায় বিক্রি ক'র্ছে, চার টাকার মাল এক টাকায় কিনছে। আমার প্রজাদের জন্য তখন তো মহাশয়দের দরদ দেখিনা।

হে। ডরড যডি না ডেখিয়া ঠাকেন, জানিয়া রাখিবেন পীড়ন হয় নাই। পীড়ন দেখিলে হামরা কখনও সাহিতে পারি না।

অমিয়ট। পীড়ন! অট্যাচার! হামরা করিব! হামরা ইহা কখনো স্বীকার করিব না।

মীরকাশিম। ভ্যান্সিটার্ট সাহেব—তোমাদের গবর্ণর নিজে ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

অমিয়ট। উহারা আপনার নুন খাইয়াছেন—গুণ গাহিটেছেন।

নজাফ খাঁ। বটে! নুন খাইয়াছেন। বাংলার নুন তোমরা কে না খাইতেছ সাহেব?

গুরগিন খাঁ। বাংলার নুন বহুট্ মিঠা হাছে।

অমিয়ট। টর্ক করিবার সময় হামাদের নাই। হামাদের এখনি কলিকাটা যাইটে হইবে। হাপনার টিন ডাবী, হামাদের এগার ডাবী, বহুট্ বাট্ চিট্ হইল কোন ফল প্রসব করিল না।

হে। বিয়োগ না করিলে কোন ফল প্রসব করিবে না। হামাদের এগার ডাবী হাপনার টিন ডাবী। বিয়োগ করিলে হাপনার ডাবী রহিল না হামাদের আট ডাবী রহিয়াই গেল।

মীরকাশিম। আমার দাবী তোমরা মানবে না সাহেব ?

অমিয়ট। মানবার মটো ডাবী উহা নহে। হামাদের ডাবী হাপনি মানবেন কিনা শেষ কঠা বলিয়া দিন।

মীরকাশিম। এ তোমাদের নতুন দাবী। নিত্য নতুন দাবী আমি মানতে পারি না। ভ্যান্সিটার্ট আর হেষ্টিংস সাহেব এই সেদিন এসে চুক্তি ক'রে গেলেন শতকরা নয় টাকা হারে দেশী-বাণিজ্যে সকলে শুল্ক প্রদান ক'র্‌বে, আর দস্তক আমার কর্ম্মচারী আর কোম্পানীর কর্ম্মচারী উভয়ের স্বাক্ষর ব্যতীত মঞ্জুর হবে না—তোমরা সে চুক্তি না মেনে—অবাধ বাণিজ্য ক'র্‌ছ। বাদশাহী ফার্ম্মানেরও ব্যভিচার ক'র্‌ছ।

অমিয়ট। সে সব কঠা হামরা বিবেচনা করিব—হাগে হাপনি হাপনার প্রজার কাছে মাশুল আডায় করুন।

মীরকাশিম। তোমরা মাশুল দেবেনা—আর মাশুল দিয়ে ম'র্‌বে আমারি প্রজা ? কেন সাহেব ? তোমরা মাশুল না দেওয়া পর্য্যন্ত আমি ঘোষণা করেছি আমার রাজ্যে বিনা শুল্কে বাণিজ্য। তোমাদের ক্ষমতার ব্যভিচারে পৃথিবীর কোনো দেশে যা হয় না—হয়নি—লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি স্বীকার করেও আমি তাই ক'রেছি—বাংলা থেকে বাণিজ্যের শুল্কই তুলে' দিয়েছি ! কর বাণিজ্য।

হে। হাপনি নিজের ক্ষটি করিয়া হামাদের ক্ষটি করিটেছেন।

গুরগিন খাঁ। নবাবের যাহা খুশী টাহা টিনি করিটে পারেন। হাপনারা বলিবার কে ?

অমিয়ট। মনে রাখিবেন হামরাই—হাপনাকে নবাবী ডিয়াছি।

মীরকাশিম। হ্যাঁ, নবাবীই ক'র্‌ছি—গোলামী ক'র্‌ব না সাহেব।

হে। কিন্তু বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজন হইলে বাধ্য হইয়া হামাদের হাপনার বিরুদ্ধাচরণ করিটে হইবে।—

মীরকাশিম। জানি! সাহেব! তোমাদের স্বার্থের হানি হ'লে আমার নবাবী কেড়ে নিয়ে এই শস্য শ্যামলা সোনার বাংলা শোষণের পাকাপাকি ব্যবস্থা ক'র্‌তে, বাংলার মসনদে আবার বসাবে ক্লাইভের সেই গর্দ্দভকে। কিম্বা ব'সবে তোমরা নিজে। সে আয়োজনও যে হ'চ্ছে, সে আমি জানি। কিন্তু যতক্ষণ আমি মসনদে আছি বাংলার দরিদ্র প্রজার রক্ত শোষণ ক'র্‌তে আর তোমরা পারবে না—সাবধান!

হে। ডেখিটেছি হাপনি যুদ্ধই চান—হাপনি যুদ্ধই চান, হামরা কিণ্টু শান্টিই চাহিয়াছিলাম।

মীরকাশিম। শান্তিই চান! বটে! সেই জন্যই বুঝি—নজাফ খাঁ—

নজাফ খাঁ। জনাব!

মীরকাশিম। তকী খাঁর খবর নাও—

নজাফ খাঁর প্রস্থান

অমিয়ট। ডেখিটেছি হামরা হাসিয়া ভালো করি নাই। বেশ। সেলাম! হামরা চলিয়া যাইটেছি!

মীরকাশিম। দাঁড়াও। যেতে পার—একজন! আর একজনকে এখানে জামীন থাকতে হবে।

অমিয়ট। জামীন! কিসের হাবার জামীন।

মীরকাশিম। তোমাদের ত্রিশখানা নৌকা ক'লকাতা থেকে পাটনা যাচ্ছে।

হে। ট্রিশখানা কেন, টিনশ' খানাও যায়। বাণিজ্য করে।

মীরকাশিম। কিন্তু আমার সংবাদ, এসব নৌকায় গোলাগুলি অস্ত্রশস্ত্র যাচ্ছে—পাটনায় এলিসের কাছে।

অমিয়ট। হাপনার যাহা খুশী বলিটে পারেন।

মীরকাশিম। নৌকা আটক করা হ'য়েছে। খানাতল্লাস হ'চ্ছে। খানাতল্লাসের ফল না জানা পর্য্যন্ত তোমাদের একজনকে জামীন থাকতে হবে।

অমিয়ট। বেশ। হে ঠাকিল। হামি কলিকাটা কাউন্সিলে রিপোর্ট করিতে যাইটেছি। কিণ্টু বলিয়া যাইটেছি ইহার ফল ভাল হইল না।

গুরগিন খাঁ। শুনিয়া যাও—টোমার কোম্পানীকে বলিয়া দিটে পারে, যে-কেহ হামাদের একটা হাঘাট করিবে, হামরা টাহার খুলিটে তুইটী হাঘাট হানিব। যাহারা হাঁমাদের শক্তি পরীক্ষা করিটে ইচ্ছুক টাহারা চেষ্টা করিটে পারে।

অমিয়টের প্রস্থান

নজাফ খাঁর প্রবেশ

নজাফ খাঁ। জনাব!

মীরকাশিম। সংবাদ—তকী খাঁর সংবাদ!

নজাফ খাঁ। নৌকা-বোঝাই গুলি গোলা বন্দুক!

মীরকাশিম। বাজেয়াপ্ত কর। কী সাহেব! এতদূর স্পর্দ্ধা! আমারি রাজ্য-রক্ষা করার লিখিত-চুক্তি ক'রে—শেষে আমারি রাজ্যে আমারি বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র! এই রাজদ্রোহ! তোমাদের পেনাল-কোডে এই রাজদ্রোহের কি শাস্তি সাহেব?—

আরাব খাঁর প্রবেশ

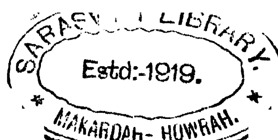
আরাব খাঁ। জনাব! পাটনায় সর্ব্বনাশ! দুর্ব্বৃত্ত এলিস—

মীরকাশিম। দুর্ব্বৃত্ত এলিস? পাটনা আক্রমণ ক'রেছে—

আরাব খাঁ। অতর্কিতভাবে আক্রমণ ক'রে দুর্গ দখল ক'রেছে। নিরীহ নরনারীকে নির্ব্বিচারে হত্যা ক'রেছে। অবাধ হত্যায়, লুটতরাজে, অগ্নিদাহে—পাটনার ঘরে ঘরে ক্রন্দন-রোল উঠেছে—

মীরকাশিম। শুধু পাটনায় নয় আরাব, শুধু পাটনায় নয়—বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রতি শান্তিকামী নিরস্ত্র নিরীহ নরনারীর বুক-ফাটা কান্নার রোল আকাশে ধ্বনি তুলে' আজ খোদাতালার কাছে বেদনার আরজি পেশ ক'রে প্রতিকার

প্রার্থনা ক'রছে : কে আছ শহীদ্, কে আছ গাজী, কে আছ খোদার নফর—অত্যাচার অবসানের এই পুণ্য জেহাদে যোগ দিয়ে পলাশীর পাপ প্রক্ষালন ক'রবার জন্য প্রস্তুত হও। পাটনায়-মুঙ্গেরে বাংলায়-বিহারে কোম্পানীর প্রতিষ্ঠিত সব কুঠী অবরোধ কর ; সমগ্র ইংরেজ ব্যবসায়ীকে বন্দী ক'রে শাঠ্যের সমুচিত শাস্তি দিয়ে পলাশীতে অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর !—



দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা ভ্যান্সিটার্ট সাহেবের কুঠী

য়্যাডাম্‌স্‌। হার হটিক বিলম্ব হইবে না। হামরা সমস্ট সডস্যগণ এক সাঠ হইয়া হাপনার পাক্কা বণ্ডবস্ট করিয়া ডিবে।

মীরজাফর। কিন্তু মুঙ্গেরে যে সন্ধি পত্র সই হ'য়েছে তার কি হবে?

য়্যাডাম্‌স্‌। অমিয়ট হার হে সাহেব টাহার বণ্ডবস্ট করিবে।

কার্ণাক্‌। মীরকাশিমের সঙ্গে যাহাটে যুদ্ধ বাঢে হামরা টাহার সমস্ট বণ্ডবস্ট করিয়াছে। বেগম সাহেবা এ বিষয়ে হামাদের সর্ব্ব প্রকার সাহায্য করিটেছে। টিনি খুব বুদ্ধিমটী Lady হাছেন। হাপনি শুধু টাহার সল্লা লইয়া কার্য্য করিবেন।

মীরজাফর। বেগম—এখনো বুঝে দেখ—

মনিবেগম। কি প্রলাপ ব'কৃছ। সিংহাসনের জন্য না হোক, অন্ততঃ, বেইমানকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আবার তোমায় বাংলার তক্তে ব'সতে হবে।

মীরজাফর। বেইমান! বেইমান! বাংলায় কে বেইমান নয় বেগম? বাংলার সবাই বেইমান। আজ রায়দুর্লভ চায়

আবার আমি নবাব হই, কিন্তু এই রায়দুর্লভই কি বেইমানি ক'রে মীরকাশিমকে কোম্পানীর সঙ্গে জুটিয়ে দেয়নি? জগৎশেঠ আজ আমাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য ক'র্‌তে প্রস্তুত—কিন্তু কোম্পানীর দেনা দিতে না পেরে আমি কি জগৎশেঠের কাছে অর্থ-ভিক্ষা ক'রিনি? আজ রাজা রাজবল্লভ আবার আমাকে সাহায্য ক'র্‌তে চায়; কেননা কাশিম আলি কোম্পানীর সাহায্যে তাকে বাণিজ্য ক'র্‌বার সুযোগ দিচ্ছে না—তার স্বার্থ-সিদ্ধির ব্যাঘাত হ'চ্ছে। নবাবী নিয়ে আমাকে তো আবার কোম্পানীর গোলাম হ'য়েই থাকতে হবে!

মনিবেগম। তোমায় কিছু ক'র্‌তে হবে না, আমি কি করি, তাই দেখ। নবাবের বেগম হ'য়ে আজ আমি ইংরেজ-দরবারে এসেছি—ভিক্ষে ক'রে নবাবী ফিরিয়ে নেবার জন্য। আমার ইজ্জত নেই, মান নেই, মর্য্যাদা নেই—আবার তোমায় সিংহাসনে দেখ্‌ব, একমাত্র এই আমার বাসনা। সাহেবদের কথা দাও—ওঁরা যা ব'লবেন তাইতে তুমি সম্মত।

মীরজাফর। সিরাজের বিরুদ্ধে সন্ধির সময় এঁরা যে কথা ব'লেছিলেন আমি সেই কথাতেই সম্মত ছিলাম। কিন্তু কর আদায় হ'ল না—কোম্পানীর তঙ্কা দিতে পারলাম না, এই অপরাধে আমার পদচ্যুতি হ'ল। মীরকাশিম কোম্পানীর তঙ্কা কড়ায়-গণ্ডায় শোধ ক'রেছে। এখন কোম্পানী কি ক'রে আবার তার কাছ থেকে সিংহাসন কেড়ে নিয়ে আমায় দেবে বল?

মনিবেগম। প্রজার মুখ চেয়ে মীরকাশিম কোম্পানীর কাজে বাধা দিচ্ছে।

মীরজাফর। কাজেই প্রজারা তার পক্ষে।

মনিবেগম। কিন্তু প্রজারা তো যুদ্ধ ক'র্‌বে না। যারা যুদ্ধ ক'র্‌বে অর্থ দিয়ে তাদের হাত ক'র্‌তে হবে। মীরকাশিম মনে ক'র্‌ছে বিদেশী সেনানায়কদের সাহায্যে সে কোম্পানীর উচ্ছেদ ক'র্‌বে, কিন্তু এ কথা ভাবছে না যে বিদেশী সেনানায়কেরা অর্থের লোভে তার সেনানায়ক।

মীরজাফর। মীরকাশিমও তো কোম্পানীর সঙ্গে সন্ধি ক'র্‌তে পারে।

মনিবেগম। সে সন্ধি হবে না—আমি তার ব্যবস্থা ক'রেছি। মীরকাশিম কোম্পানীর দেনা শোধ ক'র্‌বার জন্য দেশের রাজা, জমিদার, হিন্দু, মুসলমান—সকলের কাছ থেকে সমান অত্যাচার ক'রে কর আদায় ক'রেছে। তারা কেউই তার ওপর সন্তুষ্ট নয়। তবু যারা মীরকাশিমের পক্ষে আছে, তাদের মীরকাশিমের শত্রু ক'র্‌বার জন্য—আমার চর—তাদের অর্থের প্রলোভন দেখাচ্ছে। গুরগিন খাঁ, সমরু, মার্কার সকলে মীরকাশিমের বিপক্ষে হবে। তুমি অমত ক'রো না—মীরকাশিমকে শাস্তি দিতে যা কিছু প্রয়োজন আমি তা ক'র্‌বই।

য়্যাডাম্‌স্। Here is an Oracle! We must obey her!

মনিবেগম। সাহেব, আমার একটা কথা রাখবে?

য়্যাডাম্‌স্। By all means। কি করিটে হইবে বলিয়া ডিন—

মনিবেগম। খোজা পিত্রুস্‌কে কয়েদ ক'রে তোমরা ভুল ক'রেছ সাহেব!

কার্ণাক। সেটা হামাডের ডুষমণ। সে কাশিম আলির হাডমী হাছে। টার ভাই গুরগিন খাঁ নবাবের General আছে!

মনিবেগম। সাহেব, এতদিন বাংলায় থেকেও দেখ্‌চি বাংলার হালচাল বুঝ্‌তে পার্‌লে না? বাংলায় কে কার পক্ষ? যখন যেখানে যার সুবিধে সে যাচ্ছে। সবাই সুবিধে খুঁজছে। যখন কাশিম আলিকে নবাব ক'রেছিলে, খোজা পিত্রুস্‌ দেখল নবাবের পক্ষে সায় দেওয়াই সুবিধে, সেই পক্ষেই সে গেল। আবার একটা গোলমাল বাধলেই সে আমাদের পক্ষে আসবে।

এডাম্‌স্‌। ও হামাদের কী কাজে লাগিবে?

মনিবেগম। গুরগিন খাঁ ওর ভাই। সে কথা ভুলে' যাও কেন সাহেব? ওকে হাত ক'রে আমরা গুরগিনকে হাত ক'র্‌ব। সমস্ত আর্ম্মানী সৈন্য হাত ক'র্‌ব।

মীরজাফর। তা বোধ হয় হ'তে পারে।

কার্ণাক। Yes, Yes, Blood is thicker than water.

য়্যাডাম্‌স্‌। উট্টম কঠা। Governor হাসিবার পূর্ব্বে পিত্রুস্‌কে হাপনার কাছে হাজির করিয়া দিটেছে—আপনি টাহাকে কাম বাট্‌লাইয়া দিন। Major Carnac, if you will kindly—

কার্ণাক। Most gladly.—

প্রস্থান

মীরজাফর। তোমরা তো সাহেব আমাকে মসনদ দিতে চাইছ তোমাদের গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট সাহেব যে বেঁকে ব'স্‌বে।

মনিবেগম। আ—সে ওঁরা বুঝবেন। তুমি ভাবছ কেন?

য়্যাডাম্‌স্‌। বেগম সাহেবা ঠিক বাট্‌ বলিয়াছেন। হামরা Majority হাছে—I mean, ডলে ভারী হাছে। গভর্ণরকে Outvote করিব। কেন করিব জানেন? মীরকাশিম ভ্যান্সিটার্ট সাহেবকে খাটির করিল—হামাদের রস্তা ডেখাইল। হাপনি হামাদের পেট ভরাইবেন—হাপনার ভি পেটভরিবে—

মনিবেগম। এই সোজা কথাটা তুমি কেন বুঝছ না আমি বুঝতে পারছি না।

পিড্রুস্‌-সহ কার্ণাকের প্রবেশ

য়্যাডাম্‌স্‌। খোজা পিড্রুস্‌ টোমার ফাঁসী।

পিড্রুস্‌। ফাঁসী হইবে—Father Abraham! হামি কি দোষ করিলো! What these Christians are! হামার কোন ডোষ নাই, ফাঁসী কেন হইবে? What have I done?

য়্যাডাম্‌স্‌। টুমি নবাব মীরকাশিমের হাদমী হাছে—spy হাছে A dog of a spy!

পিড্রুস্‌। টুমাদের গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট হামাকে মীরকাশিমের কাজ করিটে বোলিল হামি মীরকাশিমের কাম করিলো। উহাটে হামার কি ডোষ হইল? Tell me that! ডোষ হইলে

Vansittart কো পহিলে ঝুলাও—পিছে হামাকে ঝুলাও ; হামরা এক সাথে ঝুলিবে। কুছু ডুখুঃ নাই।

য়্যাডাম্‌স্‌। হামরা নবাব মীরকাশিমের বডলে মীরজাফর খাঁকে নবাব করিল—

পিত্রুস্‌। Very good—বহুট আচ্ছা—হামিভি মীরকাশিমকে ছোড়িয়ে নবাব মীরজাফরের কাম করিবে। Sure.

য়্যাডাম্‌স্‌। Right you are! মনিবেগমের অনুরোধে হামরা টোমাকে pardon করিটে পারে—

পিত্রুস্‌। মনিবেগম জিন্দাবাদ!

মনিবেগম। খোজা পিত্রুস্‌! গুরগিন খাঁ তোমার ভাই?—

পিত্রুস্‌। ভাইভি আছে—ভাই না ভি আছে।

মনিবেগম। ভাই! আবার ভাই না! মানে?

পিত্রুস্‌। হামাকে যখন খাটির করিবে—টখন ভাই হাছে, by all means; যখন করিবে না—টখন ডুষমণ হাছে—Sure enough।

মনিবেগম। এখন কি আছে?

পিত্রুস্‌। এখন কি হাছে এখন হামি কি করিয়া বলিবে? ঘড়ি ঘড়ি টুমাদের মেজাজ বড্‌লাইয়া যায় উহারভি হামারভি। We are always changing, aren't we? হামরা সব রোজগার করিটে হাসিয়াছে, my friends.

মনিবেগম। তুমি আমাদের পক্ষে আছ ?

পিক্রস্। হালবাট্ হাছে। যে হামাকে পুষিবে—হামি টাহার পোষা কুট্টা হাছে।

য়্যাডাম্‌স্। মীরকাশিমভি পুষিটেছে—

পিক্রস্। ডাল ভাট ডিয়া পুষিটেছে। বেগমসাহেবা হামাকে ঘিউ ভাট ডিয়া পুষিবেন !

মনিবেগম। নিশ্চয়। পিক্রস্, গুরগিনকে হাত ক'র্‌তে হবে।

পিক্রস্। টাকা ছোড়িলে হাট হইবে টাকা না ছোড়িলে বেহাট হইবে। হামার Father বলিয়া গিয়াছে।

য়্যাডাম্‌স। কি বলিয়া গিয়াছে ?

পিক্রস্। মরিবার সময় old man কিছু রাখিয়া যাইটে পারিল না —কেবল এই বুদ্ধিটা উইল করিয়া দিল : পিক্রস্ ! গুরগিন ! বেগর রূপেয়া কাহারও সাঠ বাট্ কহিবি না !···হামরা কি করিবে।

য়্যাডাম্‌স্। ডেখ এ কামটা পাকা করিয়া করিটে পারিলে হামি গভর্ণরকে বলিয়া টোমাকে খালাস করিয়া ডিবে।

মনিবেগম। আর আমি তোমাকে প্রচুর অর্থ দেব।

পিক্রস্। ঠিক হইল। যেই ডিন পিক্রস্ টাকা পাইবে ওই ডিন পিক্রস্ কাজে লাগিয়া যাইবে ; your faithful servant from that day onward. বিস্ওয়াসি বৃট্য হইবে।

য়্যাডাম্‌স্। All right—you wait outsidc—টোম বাহার ঠারো।—বাগো মট্।

পিক্রস্। টাকা না লইয়া বাগিবে সে বাণ্ডা হামি না হাছে।

প্রস্থান

ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস প্রবেশ করিল

ভ্যান্সিটার্ট। Good morning, Ex-Nawab. শুনিল হাপনি কারবালা যাইটে চাহিয়াছেন। সে খুব ভাল কঠা হাছে। বুড়া হইয়াছেন, এখন ঢর্ম্ম-কর্ম্ম না করিলে উদ্ধার হইবেন কিরূপে?

মীরজাফর। হ্যাঁ, সাহেব তাই কর—আমায় কারবালায় পাঠিয়ে দাও। লক্ষ লক্ষ টাকা এই হাতে তোমাদের দিয়েছি। তোমরা যথেচ্ছা খেয়েছ, পরেছ, কুড়িয়ে দেশে নিয়ে গেছ—বেইমানের তুলনা দিতে মীরজাফরের নাম ছাড়া অন্য নাম কেউ জানেনা—সেই আমি—আমার মাসিক ভাতা—আজ দু'হাজার টাকা!

ভ্যান্সিটার্ট। টা হামরা কি করিব—হাপনি হামাদের ডেনা শোঢ করিটে পারিলেন না—হাপনাকে সুবেডারী হইটে সরাইটে হইল। হাপনার ভাটা হাপনারই জামাটা বণ্ডবস্ট করিয়া ডিয়াছেন। এখন হামরা নবাব মীরকাশিম আলির মট না লইয়া হাপনার ভাটা বাড়াইটে পারে না।

মীরজাফর। কাশিম আলি, কাশিম আলি—বড় বিশ্বাস ক'রে তাকে আমার প্রতিনিধি ক'রেছিলুম—তার প্রতিদানে আমাকে নবাবী থেকে বরতরফ ক'রে সে আজ নবাব—আর আমি তার অনুগ্রহপ্রার্থী—বেইমান! বিশ্বাসঘাতক!

মনিবেগম। সাহেব, তোমরা কি এখনো মনে কর কাশিম আলি তোমাদের বন্ধু? তাকে দিয়ে তোমরা তোমাদের বাণিজ্যের সুবিধা করিয়ে নেবে? সে তোমাদের দেনা শোধ ক'রেছে—কেন তা জান?

ভ্যান্সিটার্ট। কোম্পানীর টাকা কোম্পানী পাইয়াছে আউর কিছু জানিবার কাম হামাদের নাই। হামরা বাণিজ্য করিটে হাসিয়াছে—বাণিজ্য করিটে পারিলেই হামরা খুসী ঠাকিবে।

মনিবেগম। মীরকাশিমের রাজত্বে আর সে আশা ক'রোনা সাহেব। বাণিজ্যের সুযোগ তো পাবেই না—এ দেশে বাস ক'রতে পার কিনা তাও সন্দেহ।

য়্যাডাম্‌স্। Right—বেগম ঠিক বাট্ বলিটেছেন। হামরাই উহাকে নবাবী ডিয়াছে, এখন ও হামাডের ডুষমণ হইয়াছে—

ভ্যান্সিটার্ট। We should have adhered to the Treaty of Monghyr.

য়্যাডাম্‌স্। হাপনি উহাকে সন্ধি বলিটে চান—what do you mean. হামাডের বাণিজ্যের কট ক্ষটি হইল।

কার্ণাক। বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অটিকার কোম্পানীর

নোকড়ডের আছে। That has been decided by the majority in the council.

য়্যাডাম্‌স্‌। Ex-Nawab হাপনি ডুঃখ করিবেন না। অমিয়ট হার হে সাহেবকে দূট করিয়া হামরা মুঙ্গেরে পাঠাইয়াছি। টাহারা ফিরিয়া আসিলেই ঐ ডুষমণকে এক ডফে হামরা ডেখিয়া লইব। হামরা বাণিজ্য করিটে এ দেশে হাসিয়াছে বাণ্যিজের ক্ষটি হামরা সহিটে পারেনা।

মনিবেগম। আর্ কি দেখবে সাহেব! কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবে ব'লে সব গোরা আদমিদের মীরকাশিম তার সেনানায়ক গোলন্দাজ ক'রেছে। মুর্শিদাবাদে তোমাদের চোখের ওপর না থেকে মুঙ্গেরে বসে সল্লা-পরামর্শ চল্‌ছে। যাতে আর বেইমানি ক'র্‌তে না পারে—তাই জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়চুর্লভ, সকলকে মুঙ্গেরে আটক রেখেছে। এখনও তোমাদের গভর্ণর মনে করেন, মীরকাশিমের রাজত্বে কোম্পানী সুখে বাণিজ্য ক'র্‌বেন?

কার্ণাক। Begam describes our position very clearly.

য়্যাডাম্‌স্‌। ডেখিটেছি স্ত্রী জাটি হইয়াও ডেশের হালচাল হাপনি ভাল বুঝিয়াছেন। অমিয়ট হার হে সাহেব মারফট্‌ হামরা যে প্রস্টাব পাঠাইয়াছি টাহাটে সম্মট না হইলে হামরা নবাবকে আক্রমণ করিব।

ভ্যান্সিটার্ট। But that will not be fair.

য়্যাডাম্‌স্‌। Why, please ?

ভ্যান্সিটার্ট। Because নবাবের অটিকারে হস্টক্ষেপ না করিলে হামাদের সাঠে ঝগড়া করিবার কোন মটলব মীরকাশিমের নাই।

য়্যাডাম্‌স্‌। But he has done it,

কার্ণাক। He had no business to abolish the duty on inland-trade.

য়্যাডাম্‌স্‌। টাহার প্রজাডের কেন কোম্পানীর সমান করিয়া বাণিজ্যের সুযোগ ডিল ? কোন এক্টিয়ার নাই।

নন্দকুমার। এইবার আপনি কিছু বলুন !

মীরজাফর। গভর্ণর সাহেব কি ব'লছেন ?

য়্যাডাম্‌স্‌। গভর্ণর সাহেব বলিটে চান ডেশ হইটে বাণিজ্যের শুল্কটা একেবারে টুলিয়া ডিল—কালা গোরা সব এক করিয়া ডিল—টঠাপি নবাব মীরকাশিম—হামাদের ডুষমণ নয়।

মীরজাফর। বরাৎ সাহেব, আমাদের বরাৎ। কোম্পানীর জন্যে এত ক'রেও আজ আমি রাজ্যচ্যুত—আর কোম্পানীর সঙ্গে দুষমণি ক'রেও মীরকাশিম আজ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদার।

হেষ্টিংস। The Nawab is surely within his rights to abolish trade-duty in his own territory.

ভ্যান্সিটার্ট। Can we produce a single instance of his molesting us in a single article of commerce ?

মনিবেগম। সাহেব নিশ্চয়ই কাশিম আলির পক্ষে ওকালতি ক'র্ছেন ?

য়্যাডাম্স্। সলপিটার সম্বন্ধে এলিস সাহেব যে complain করিয়াছে, উহার কি হইল ?

ভ্যান্সিটার্ট। But those are aggravated complaints.

মনিবেগম। গভর্ণর সাহেব কাশিম আলির জন্য এ ওকালতি কেন ক'র্ছেন, আপনারা না জানলেও আমরা জানি—

কার্ণাক। হামরাও কিঞ্চিৎ জানি। অমিয়ট উহা নোট করিয়া রাখিয়াছে।

হেষ্টিংস। What do you mean ?

কার্ণাক। I mean what I say. It is believed—

হেষ্টিংস। Believed what ?

কার্ণাক। That Mr. Vansittart got seven lakhs by his visit to Monghyr.

ভ্যান্সিটার্ট। What !

য়্যাডাম্স্। And that's a good fee for any placable advocate.

হেষ্টিংস। Withdraw, otherwise—

য়্যাডাম্স্ এবং কার্ণাক। Rather we would repeat.

নন্দকুমার। এদের দেশেও দেখ্ছি হিন্দু মুসলমান আছে !

ভ্যান্সিটার্ট। Order ! Order ! we are looking very

small before the Lady. Don't you see they are smiling in their sleeves ?

মনিবেগম। যে-বাণিজ্যের সুখ-সুবিধের জন্য আজ এই মারামারি—

হেষ্টিংস। মারামারি বলিবেন না—বলুন heated discussion—টীব্র হালোচনা।

মনিবেগম। হাঁ হাঁ—আলোচনা—আলোচনাই বটে। তা এ সুখ-সুবিধে চাইলে কি আমরাই দিতে পারতাম না ?

য়্যাডাম্‌স্‌। Of course ! হাপনি ঠিক বলিয়াছেন, মীরজাফর খাঁ বরাবর হামাদের সাঠে দোস্তি রাখিয়া কাম করিটেছে।

কার্ণাক। টঠাপি Governor টাহাকে মসনড হইটে হাটাইয়া ডিলেন।

একজন সিপাহীর প্রবেশ

সিপাই। হে সাহেব !

সকলে। Mr. Hay !

কয়েকজন। And Mr. Amiyatt ?

হের প্রবেশ

হে। Amiyatt murdered ! Patna factory demolished—

ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস ব্যতীত

সকলে। War! War! Revenge! Revenge!

হে। জার্ম্মান সমরু—হামাদের এলিস হার পাটনায় যাহারা সব হাছে—সকলকে হাটক করিয়াছে।

সকলে। War! War! Let us march at once—

ভ্যান্সিটার্ট। But Ellis and hundreds of our people are at Nawab's mercy.

হেষ্টিংস। Mind you, নবাব সংবাড পাইলে সকলকে কোটল করিবে। কাহাকেও উদ্ধার করিটে পারিবে না। Will that be desirable?

য়্যাডামস্। টঠাপি হামি লোক ভয় পাইবে না। মীরকাশিমকে মসনড হইটে সরাইটে হইবে।

ভ্যান্সিটার্ট। All right! We dethrone Mircosim from the masnad of Murshidabad and nominate—

সকলে। Our old ally and friend—

য়্যাডামস্। মীরমহম্মদ জাফর আলি খান বাহাদুর।

ভ্যান্সিটার্ট। Very well, মীরমহম্মদ জাফর আলি খান বাহাদুর। এটকাল হামি নবাব মীরকাশিমের কোন ডোষ দেখিটে পাই নাই; কিন্টু জানিবেন যে ইংরেজ-রক্ত যে পাট করিবে, সে ডুনিয়ার ডুষমণ, সেরা শয়টান। হামি এটকাল টাহার বন্ধু ছিলাম। কিন্টু সে যখন হামার স্বজাটিকে

মারিয়াছে—সে হামার জাটির ডুষমণ—হামার ডুষমণ—হামরা হাজ হইটে টাহাকে নবাবী হইটে বরখাস্ট করিলো।

সকলে। Hear! Hear!

ভ্যান্সিটার্ট। এখন হামরা—হামাদের সর্টের খসড়া দিটেছি—মীরজাফর খাঁ রাজী হইয়া সহি করিলেই হামরা আবার উহাকে নবাব বলিয়া সেলাম করিব।

মনিবেগম। নতুন ক'রে খসড়া আবার কি দেবে সাহেব? উনি তোমাদের সব সর্ত্তে রাজী ছিলেন—এখনও থাকবেন।

মীরজাফর। তোমাদের অনুগ্রহের ওপরেই যখন সব নির্ভর, তখন নবাব হ'লেও আমাকে তোমাদেরই গোলাম ব'লে জানবে সাহেব। বিনা দোষে এই গোলামের নবাবী তোমরা কেড়ে নিয়েছিলে—

য়্যাডাম্‌স্‌। হাবার ডিতেছি—

কার্ণাক। হাবার যাহাটে কাড়িটে না হয় হাপনি সেই ভাবে কার্য্য করিবেন: টাহা হইলে হাপনি যটকাল বাঁচিয়া ঠাকিবেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব ঠাকিবেন।

য়্যাডাম্‌স্‌। হাসুন—নবাব হইয়া এবার যুদ্ধের বণ্ডবষ্ট করুন—টঙ্কার বণ্ডবষ্ট করুন।

কার্ণাক। নবাবী করিবেন—টঙ্কার বণ্ডবষ্ট করিবেন না?

মীরজাফর। বেগম!

মনিবেগম। আমি দেব। যত তঙ্কা লাগে আমি দেব। ছিলাম নর্ত্তকী—দয়া ক'রে মীরজাফর আমায় বেগম ক'রেছিলেন। সকলে আমায় বেগম ব'লেছে,—বলেনি শুধু একজন। জানো সাহেব সে কে?

য়্যাডাম্‌স্। মীরকাশিম?

মনিবেগম। মীরকাশিম নয়—মীরকাশিমের বেগম। মীরকাশিম আমার সঙ্গে বেইমানি ক'রেছে—আর তার বেগম ক'রেছে প্রকাশ্যে আমার অপমান। আমার সমস্ত অলঙ্কার বিক্রয় ক'রেও যদি তোমাদের যুদ্ধের খরচা জোগাতে হয় তাই জোগাব—কিন্তু বন্দী মীরকাশিমকে আমি উপহার চাই—আর সেই সঙ্গে চাই তার বেগম।

সাহেবগণ। Right O! Now Governor!

ভ্যান্সিটার্ট। Let Adams take charge of the Army and capture Murshidabad. On no account should Mircosim be allowed to sit again on the throne of Bengal—অমিয়টকে হট্যা করিয়াছে, পাটনার ফ্যাক্টরী ধ্বংস করিয়াছে, এলিস সাহেব আর সব সাহেব-লোকডের কয়েড করিয়াছে—শয়টান মীরকাশিমকে এমন সাজা ডিব সারা বাংলা দেশটা কাঁপিয়া উঠিবে।

য়্যাডাম্‌স্ প্রভৃতি। Hear! Hear!

দ্বিতীয় দৃশ্য

মুঙ্গের দুর্গে মন্ত্রণাগার

জগৎশেঠ, মহাতাবচাঁদ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, পিদ্রুস,
নজাফ খাঁ ইত্যাদি সকলে দুই তিন
দলে বসিয়া কথা কহিতেছেন

রাজবল্লভ। তা হ'লে কাটোয়া গিরিয়া দুই জায়গায়ই নবাব ঘাল হ'য়েছেন—

জগৎশেঠ। ভগবান মুখ রেখেছেন—ভাগ্যে আমরা সব নবাবের চোখের ওপর আছি, নইলে আমরাই বদনামের ভাগী হ'তাম!

রায়দুর্লভ। বলা যায় না, আমরা সব ছাই ফেল্‌তে ভাঙা কুলো, বদ্‌নাম দিলেই হ'ল।

পিদ্রুস্‌। হামার সবই সমান—নবাব বলেন, হামি ডুষমণ হাছে—কোম্পানী ভি বলে হামি ডুষমণ হাছে—টাই হামাকে এটডিন আটক করিয়া রাখিয়াছিল। পুরানা নবাব মীরজাফর ভি বলে হামি ডুষমন হাছে—লেকেন, হাঁ মনিবেগম বলে, হামি কাজের লোক হাছে। মেহেরবানি করিয়া হামাকে ছোড়াইয়া ডিয়াছে।

রাজবল্লভ। তা হ'লে মনিবেগমের সঙ্গে—খোজাসাহেবের দেখা শোনা হ'চ্ছে।

পিক্রুস্। টা কাম করিটে হইলে ডেখা করিটেই হইবে। হামাকে মনিবেগমের কাছে ভি যাইতে হয়—ভাইয়ের কাছে ভি হাসিটে হয়। হামি কাজের লোক হাছে—কাজ করিয়া টৌ খাইটে হইবে। আবার Father-এর একটা উইল ভি হাছে। ভাইয়ের সহিট উহার হালোচনা ভি হাছে।

গুরগিনখাঁর প্রবেশ

গুরগিন খাঁ। Look here পিক্রুস, হামি পসন্দ করিনা—টুমি একডফে এ টরফ এক ডফে ও টরফ যানা-আনা কর! তোমার সে মটলব হইলে হামাকে ছুটি কর ভাই। Don't come to me any more; হামার কাছে হাসিও না। এখন হামি নবাবের General হাছে, যে হাডমী ডু-টরফ আনা-যানা করে—হামি টাহার সাঠে বাট্ করিটে পারে না। No, Never.

পিক্রুস্। নবাবের General হাছে—ওটো ঠিক হাছে, লেকেন হামি ভি টৌ ভাই হাছে—you can't deny that, can you? ভাই কেমন হাছে, কেমন রোজগার করিটেছে, নবাব কেমন বিসওয়াস করে, Father-এর উইলটার কি হইবে—এ সব খবর ভি ভাইকে করিটে হয়।

গুরগিন খাঁ। No—you needn't—টোমার কিছু করিটে হোবে না। হামাদের মন বহুট্ খারাপ হাছে—বার বার হামাডের defeat হইটেছে—ইহার একটা বণ্ডবস্ট না করিলে হামরা ঠিক হইটে পারিটেছে না।

পিক্রুস্। আচ্ছা ভাই, তুমি ঠাক, হামি যাইতেছে। লেকেন ভাই টোমার ডুষমন নয়—এটা ইয়াড রাখো।

আরাব খাঁর প্রবেশ ; তাহার হাতে লাল ইস্তাহার

আরাব খাঁ। দেখেছেন শেঠজি—

জগৎশেঠ, আরাব খাঁ, নিবিষ্টচিত্তে ইস্তাহার দেখিতে লাগিল

গুরগিন খাঁ। কি খাঁ-সাহেব হাপনারা এক সাঠ হইয়া কি পড়িটেছেন ?

আরাব খাঁ। কোম্পানীর ইস্তাহার—

গুরগিন খাঁ। কি ইষ্টাহার ?—

আরাব খাঁ। (পাঠ) নবাব মীর মহম্মদ কাশিম আলি খাঁ ইংরাজ জাতির বিরুদ্ধে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য শত্রুতা করায় এবং করিতে থাকায়—

নজাফ খাঁ। মিথ্যা কথা। একেবারে মিথ্যা। পাটনা ফ্যাক্টরীর এলিস প্রকাশ্য শত্রুতা সুরু করে—পাটনা দখল করে—নিরীহ অধিবাসীদের হত্যা করে—

রায়দুর্লভ। ও প্রতিবাদ এখানে না ক'রে কোম্পানীর কাছে

গিয়ে করুন—(আরাব খাঁকে) পড়ুন খাঁ-সাহেব। সব শুনে রাখা ভাল।

আরাব খাঁ। (পাঠ) আমরা ইংরাজ জাতির এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে উক্ত নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইতেছি এবং মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ বাহাদুরকে বাংলা-বিহার এবং উড়িষ্যার নবাব স্বীকার করিয়া ঘোষণা করিতেছি—

মীরকাশিম প্রবেশমুখেই ঐ ঘোষণা শুনিতে পাইয়া চমকিয়া উঠিলেন। দেহ-রক্ষীর হাত হইতে তরবারি লইয়া বলিলেন…

মীরকাশিম। বটে! তোমরা—তোমরাই মীরজাফরকে—

গুরগিন খাঁ। নবাব বাহাদুরের ভুল হইয়াছে। উহা ইহারা ঘোষণা করিটেছে না—কোম্পানী করিটেছে—

আরাব খাঁ। কোম্পানীর ইস্তাহার বিলি হ'চ্ছে।

নজাফ খাঁ। কিন্তু কে বিলি ক'র্‌ছে ?

আরাব খাঁ। জানা যাচ্ছে না—অথচ খুব বিলি হ'চ্ছে।

মীরকাশিম। হুঁ, 'জানা যাচ্ছে না অথচ খুব বিলি হ'চ্ছে।' হুঁ! মীরজাফর নবাব ঘোষিত হ'লেন। তারপর মীরকাশিম কি হ'ল ?

আরাব খাঁ। জনাব কি আমাকে এই অশিষ্ট ইস্তাহার জনাবের সম্মুখেই পাঠের জন্য আদেশ ক'র্‌ছেন ?

মীরকাশিম। মীরকাশিমের কি হবে জান্‌ব না! ইস্তাহারে কি লিখছে পড়।

আরাব খাঁ। (পাঠ) "আমরা এতদ্বারা আমাদের অধীনস্থ সকল প্রকারের লোকদের নিকট এই দাবী করি এবং অন্যান্য কর্ম্মচারী ও দেশবাসীর নিকট এই নিমন্ত্রণ পাঠাই যে, তাহারা যেন মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ বাহাদুরের পতাকাতলে সমবেত হইয়া উক্ত কাশিম আলি খাঁর·········উঃ, জনাব! আর আমি পড়তে পার্‌ছিনা!

মীরকাশিম। প'ড়্‌তেই পা'র্‌ছ না! কেন? আমার মানহানি হবে? তার কি কিছু বাকী আছে, আরাব খাঁ? তুমি পড়, আমি শুনি—

আরাব খাঁ। (পাঠ) উক্ত কাশিম আলি খাঁর দুষ্ট বুদ্ধি সমূহকে পরাভূত করিয়া উক্ত মীর মহম্মদ জাফর আলি খাঁ বাহাদুরকে সুবেদারিতে সুপ্রতিষ্ঠ করিবেন·········

মীরকাশিম। এই নিমন্ত্রণ তোমাদের কাছে এসেছে। তা তোমরা কি ক'র্‌বে ঠিক ক'র্‌লে? নিমন্ত্রণ এসেছে—

গুরগিন খাঁ। হামি এই ইষ্টাহার Bonfire করিবে। উহারা মুঙ্গেরের ডিকে আসিটেছে—উডয়নালায় হামি উহাডের ডেখিয়া লইবে। ডেখিবেন নবাব!

নজাফ খাঁ। থামো সাহেব, আর বড়াই ক'রো না। কাটোয়া গিরিয়ায় তোমাদের বীরত্বের যে নিদর্শন দেখিয়েছ—তাতে

আর 'কোম্পানীকে দেখে নেবে' এ-কথা তোমার মুখে খাটেনা। উদয়নালায় যা হবে তা জানি।

গুরগিন খাঁ। মানহানি সূচক কঠা কহিবেন না। I demand… টোমার মনে কি খুলিয়া বল—

নজাফ খাঁ। হ্যাঁ, ব'লব। তোমরা নবাবের বেতন-ভোগী সৈনিক বৈ তো আর কিছু নও। চাকরী বজায় রাখ্‌তে হবে তাই তোমরা যুদ্ধ ক'র্‌ছ। এ যুদ্ধ তোমাদের জীবন-মরণ সমস্যা নয়। তা যদি হ'ত, তবে গিরিয়ায় কাটোয়ায় এ লাঞ্ছনা আমাদের হ'তনা। সুতীতে ইংরেজ হেরে গিয়েছিল, তাদের দুর্দ্দশা দেখে তোমার দুইশত গোরা-গোলন্দাজের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ল। ইংরেজরা তাদের যেই ডেকে ব'লল—আমরাও গোরা, তোমরাও গোরা, আমরা ইয়োরোপের ভাই—অমনি তোমার দুইশ' গোলন্দাজ তাদের পক্ষে গিয়ে যোগ দিল। তোমরা যুদ্ধ ক'র্‌ছ দেশের জন্য নয়—তোমরা যুদ্ধ ক'র্‌ছ "তঙ্কার" জন্য। আমি মিথ্যা ব'লছি গুরগিন খাঁ?

গুরগিন খাঁ। টাহারা rebels—বিড্রোহী। হামার ডেশের লোক বলিয়া টাহাদের হামি ছাড়িব না—ঢরা পড়িলে টাহারা হামার হাটে কুট্টার মটো মরিবে। I will shoot them like dogs; কিণ্টু বংগালী হইয়া যাহারা বংগলার সর্ব্বনাশ করিল—ডেশী-লোক হইয়া যাহারা ডেশকে ডুবাইল—যাহারা স্বডেশের স্বাটীনতা বিডেশীর হাটে টুলিয়া দিল—

টাহাদের কি সাজা হইবে বলিবে কি ?—কাটোয়ায় টকী খাঁ যুদ্ধে জিটিয়া যাইটেছে—ইংরাজ পলাইটেছে—এমন সময় নবাবের ফৌজডার সৈয়ড মহম্মড খাঁ বেইমানি করিয়া সৈন্যডের হটাইয়া লইল। টকী খাঁ হারিয়া গেল—মরিয়া গেল! গিরিয়ায় ইংরেজ পলাইটে লাগিল—শের আলি টাহাদের ডাকিয়া আনিয়া জিটাইয়া দিল! কোনো ডেশে এমন কেহ ডেখে নাই। ইহাডের কি সাজা হইবে হামি ভাবিয়া পাইনা। টুমি বলিয়া ডিবে কি ?

মীরকাশিম। কি শাস্তি হবে শুন্‌বে গুরগিন খাঁ ?—আমি ব'লতে পারছি না, ভয়ে শিউরে উঠছি। এ শাস্তি এক জন্মে শেষ হবে না—এক জীবনে শেষ হবে না—এক যুগে শেষ হবে না—একার শাস্তিও এ নয়—এ শাস্তি ভোগ ক'রতে হবে যুগে যুগে—বংশ পরম্পরায়। যাক্‌ সে কথা। গুরগিন খাঁ, উদয়নালায় আমাদের শেষ চেষ্টা—আমি নিজে যাব।

গুরগিন খাঁ। হাপনি যাবেন সেটা আনণ্ডের কথা। কিণ্টু নবাব, হাপনার মূল্যবান জীবন—একটা গুলির উপর ছাড়িয়া ডেওয়া উচিটু হইবে কি ? কাটোয়ায় হার হইল—গিরিয়ায় হার হইল—টবু নবাব হাছেন বলিয়া হামরা খাড়া হাছি—টাকা মিলিটেছে, লোক-জন মিলিটেছে—কাজ যেমন চলিটে-ছিল, টেমনি চলিটেছে।

রায়দুর্লভ। গুরগিন খাঁ ঠিক ব'লেছেন, নবাবের মূল্যবান জীবন বিপন্ন করা কোন কাজের কথা নয়।

রাজবল্লভ। আমারও ঐ কথা।

জগৎশেঠ। না জনাব, যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়াটা সমীচিন হবে না।

মীরকাশিম। কিন্তু তকী খাঁর সেই শোচনীয় মৃত্যু—

গুরগিন খাঁ। টকী মরিয়াছে—হামি খাড়া আছি। হামি মরিলে সমরু খাড়া হইবে। লড়াই হাছে—হার-জিত হাছে—নবাব খাড়া ঠাকিলে সবই খাড়া রহিল। নবাব গেলে সবই গেল!

মীরকাশিম। বেশ! গুরগিন, আমি যাব না—উদয়নালার সম্পূর্ণ ভার তোমাকেই দিলাম। উদয়নালাতেই আমার ভাগ্য-নির্ণয় হবে। জগৎশেঠ, মহাতাপচাঁদ, রাজা রায়দুর্লভ, রাজা রাজবল্লভ আপনারা যেমন নবাবের জীবন মূল্যবান জ্ঞান করেন—আপনাদের নবাবও আপনাদের জীবন সেইরূপই মূল্যবান মনে করেন। উদয়নালার যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আপনারা সপরিবারে দুর্গ-মধ্যেই অবস্থান ক'র্‌বেন—এই আমার অভিপ্রায়।

রাজবল্লভ। নবাবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

মীরকাশিম। বেশ, আপনারা যান—নিরাপদে থাকবার জন্য দুর্গে আসবার ব্যবস্থা করুন।

পরম উদ্বেগের সঙ্গে জগৎশেঠ, রাজবল্লভ ও রায়দুর্লভের প্রস্থান

মীরকাশিম। গুরগিন, তুমি সামান্য অবস্থায় জীবন যাপন ক'রতে—

গুরগিন খাঁ। সে হামার মনে হাছে, জনাব। গজ মাপিয়া কাপড় বেচিতাম—

মীরকাশিম। সেই অবস্থা থেকে তোমায় আমি আমার সেনাপতি-পদে তুলেছি—ধন, মান, অর্থ, প্রতিপত্তি—আমি তোমায় সব দিয়েছি—সব থেকে বড় কথা গুরগিন, তোমার ওপর আমার আস্থা আছে, বিশ্বাস আছে—

গুরগিন খাঁ। এ সব কঠা কহিয়া নবাব হামাকে লজ্জা দিডেছেন।

মীরকাশিম। বিশ্বাসঘাতকতা দেখে দেখে আমার মন অবিশ্বাসী হ'য়ে উঠেছে—আমাকে ক্ষমা ক'রো। মনে রেখো, একটা দেশের, একটা জাতির স্বাধীনতা—আজ তোমার ওপর নির্ভর ক'রছে। তুর্ভেদ্য উদয়নালায় আমার যে সৈন্য-সমাবেশ হ'য়েছে, তাতে আমাকে পরাজিত ক'রতে পারে এমন শক্তি ইংরেজের নেই—কারো নেই। উদয়নালা আমার জীবনের পরম সাধনা—চরম রচনা!

গুরগিন। হামি টার ভার লইলাম, জনাব! কি করি দেখিয়া লইবেন। Good bye!

মীরকাশিম। এসো।

গুরগিন খাঁর প্রস্থান

মীরকাশিম। আরাব আলি! প্রতিপক্ষ যদি তোমাকে উৎকোচ দিতে চায়—কত উৎকোচ দিতে পারে?

আরাব আলি। জনাব! জনাব!

মীরকাশিম। খুব বেশী হ'লে, এক লক্ষ? দু'লক্ষ? আমি তোমায় সমগ্র মুঙ্গের অর্পণ ক'র্‌ছি—বিশ্বাসঘাতকতা ক'রো না! তাতেও যদি তৃপ্ত না হও—তুমি কি চাও বল, অসঙ্কোচে বল, কিন্তু বেইমানি—বেইমানি ক'রো না আরাব আলি! নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য একটা স্বাধীন জাতিকে একটা স্বাধীন দেশকে বিদেশীর কাছে বিক্রয় ক'রোনা। বল ক'র্‌বে না?

আরাব আলি। দাসকে অনর্থক সন্দেহ ক'রে লজ্জা দিচ্ছেন জনাব! মুঙ্গের দুর্গের জন্য নবাব নিশ্চিন্ত থাকুন!

মীরকাশিম। তরবারী স্পর্শ ক'রে শপথ কর ইমান রাখবে।

আরাব আলি। নিশ্চয়! এই তরবারী স্পর্শ ক'রে শপথ ক'র্‌ছি ইমান রাখ্‌ব।

মীরকাশিম। নিশ্চিন্ত হলাম। যাও, আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হও।

আরাব আলির প্রস্থান

মীরকাশিম। নজাফ! দেশের—জাতির—আজ চরম মুহূর্ত। শপথ কর নজাফ খাঁ—

নজাফ খাঁ। না জনাব! যদি আমি সত্যই বেইমান হই, শপথের মূল্য কি? নবাব! এ দেশ শুধু আপনার নয়, আমারও।

মীরকাশিম। নজাফ! নজাফ! আর মাত্র একজনের কাছে আমি এ কথা শুনেছিলাম—সে আজ নেই, দেশের জন্য প্রাণ বলি দিয়েছে।

নজাফ খাঁ। তকী খাঁ?

মীরকাশিম। তকী খাঁ! তকী খাঁ! নজাফ! বন্ধু! তুমি কি ভার নেবে আজ?

নজাফ খাঁ। যুদ্ধের ভার নয়। নবাবের যা সৈন্যবল, অস্ত্রবল —নবাবের যেরূপ দুর্ভেদ্য দুর্গ—তাতে মীরজাফর এবং কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধের কোন প্রশ্নই ওঠেনা।

মীরকাশিম। কিন্তু তারাই জিতছে!

নজাফ খাঁ। কিন্তু তারাই জিতছে! বিবেচনা ক'রে দেখুন, কেন জিতছে?

মীরকাশিম। আমাদেরই বেইমানিতে!

নজাফ খাঁ। আমাদেরই বেইমানিতে। আমি ভার নিলাম, জনাব—এই সব বেইমানদের কুকুরের মতো গুলি ক'রে মারবার। যদি সব বেইমানদের চিনতে পারতাম, মারতে পারতাম—যুদ্ধই হ'তো না; আজ কোম্পানী এসে নতজানু হ'য়ে নবাবকে কুর্ণিশ ক'রত!

মীরকাশিম। সত্য—অতি সত্য। কিন্তু তাদের সব সময় চিনে উঠতে পারি কই? তবু যাদের পেরেছি—জগৎশেঠ—রায়দুর্লভ—রামনারায়ণ—রাজবল্লভ! মুঙ্গেরে তাদের নজরবন্দী

ক'রে রেখেছি—সন্দেহ হ'চ্ছে···মীরজাফর তাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাচ্ছে···রাজদ্রোহিতা ক'রছে কিন্তু···না—এখনো অকাট্য প্রমাণ পাইনি—আমি অবিচার ক'রবো না।

ফতেমার প্রবেশ

ফতেমা। অকট্য প্রমাণ যার সম্বন্ধে পেয়েছেন, তার কি শাস্তি, জনাব ?

মীরকাশিম। বেগম !

নজাফ খাঁর প্রস্থান

ফতেমা। নবাবের বেগম এ পরিচয়ে আমি দরবারে আসিনি। আজ আমার পরিচয়—আমি বাংলার এক পুরনারী, বাংলার এক প্রজা। নবাব-দরবারে আমার অভিযোগ আছে।

মীরকাশিম। অভিযোগ ! কার বিরুদ্ধে ?

ফতেমা। নবাবের আর এক প্রজা রাজদ্রোহ ক'রেছে। তার বিদ্রোহের ফলে রাজ্যের শান্তিভঙ্গ হ'য়েছে, অগণ্য প্রজার ধন-প্রাণ বিপন্ন হ'য়েছে—প্রমাণ এই ইস্তাহার ! রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা বা যুদ্ধের সহায়তা করার শাস্তি প্রাণদণ্ড। অভিযোগ প্রমাণিত। নবাব, দণ্ড-ঘোষণা করুন।

মীরকাশিম। ফতেমা !

ফতেমা। বেগমের পিতা ব'লে, দেশের আইনের উর্দ্ধে নন। নবাব তার দণ্ড-বিধান করুন !

মীরকাশিম। আইনের ঊর্দ্ধে তিনি নন—কিন্তু আজ তিনি নবাবের আয়ত্তের বাইরে!

ফতেমা। আয়ত্তের বাইরে যারা, তাদের মস্তকের জন্য তো পুরস্কার ঘোষণা করা যেতে পারে!

মীরকাশিম। হঠাৎ তুমি এতটা উত্তেজিত হ'য়ে উঠছ কেন ফতেমা?

ফতেমা। ইস্তাহারে কি লেখা আছে, নবাব তা অবগত আছেন?

মীরকাশিম। মীরকাশিমকে গদী-চ্যুত ক'রে মীরজাফরকে নবাব ঘোষণা করা হ'য়েছে।

ফতেমা। তাহ'লে আপনার সভাসদরা আপনার প্রতি অসীম করুণায় সম্পূর্ণ ইস্তাহার আপনার সম্মুখে পাঠ করেন নি।

মীরকাশিম। তাই নাকি! কি সেই অপঠিত অংশ?

ফতেমা। স্পর্দ্ধা এই দুর্ব্বৃত্তদের—নবাবের শিরের জন্য তারা পুরস্কার ঘোষণা ক'রেছে!

মীরকাশিম। বিদ্রোহীদের পক্ষে সবই সম্ভব!

ফতেমা। নবাবের শিরের জন্য যদি পুরস্কার ঘোষণা হ'তে পারে, তবে নবাব কি বিদ্রোহীর শিরের জন্য পুরস্কার ঘোষণা ক'র্‌তে পারেন না?

মীরকাশিম। তাতে তো এ যুদ্ধের অবসান হবে না ফতেমা!—যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। কিন্তু কোম্পানীকে সাহায্য ক'র্‌ছে একা তোমার পিতা মীরজাফর নয়—সাহায্য

ক'র্ছে স্বার্থান্বেষী শত শত মীরজাফর! আজ যদি দেশের সমস্ত মীরজাফরকে উচ্ছেদ ক'র্তে পারতাম! আমার শিরের কি মূল্য ধার্য্য হ'য়েছে?

ফতেমা। লক্ষ টাকা এবং কোম্পানীর নানাবিধ অনুগ্রহ—চাকরী—খেতাব!

মীরকাশিম। লক্ষ টাকা! কে দেবেন? তোমার পিতা?

ফতেমা। না, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। আমি জানি এ টাকা জোগাবে পিতার সেই নাচওয়ালি বাঁদী………

মীরকাশিম। মনি বেগম। এ সংবাদ তুমি কোথায় পেলে?

ফতেমা। চরমুখে পিতা জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে উপদেশ পাঠিয়েছেন—অজেয় ইংরেজের সঙ্গে বৃথা যুদ্ধ না ক'রে, আমরা যেন সুবা ছেড়ে পালিয়ে যাই—অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ে!

মীরকাশিম। কন্যার বৈধব্য-ভয়-ভীত পিতার উপযুক্ত উপদেশ!

ফতেমা। না। এ সেই নাচওয়ালীর বুদ্ধি। ভবিষ্যতে যাতে নাজামদ্দৌল্লা নিষ্কণ্টকে সিংহাসনে ব'স্তে পারে, তাই নবাবকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বাইরে পাঠানো একান্ত আবশ্যক!

মীরকাশিম। মনি বেগম! নাচওয়ালী মনি বেগম! তুমি তাকে তো কখনো বেগম ব'লেই সম্বোধন কর নি—তাই তোমাকে তিনি দেখাবেন, তিনি শুধু নবাব-বেগম নন, নবাব-মাতাও হবেন তিনি!

ফতেমা। এক নাচওয়ালীর পুত্র বাংলার মসনদে ব'স্‌বে—তা দেখবার পূর্ব্বে যেন আমাদের মৃত্যু হয়!

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। বেগম-সাহেবার সাক্ষাৎ-প্রার্থী—এই তার নিদর্শন!

ফতেমা। একি! এযে ....তাকে এখানে নিয়ে আয়!

বাঁদীর প্রস্থান

এযে পিতার সাঙ্কেতিক অঙ্গুরী! কে এল?

মীরকাশিম। হয়তো—স্নেহ-কাতর পিতা কন্যাকে কোন গোপন সংবাদ পাঠিয়েছেন! তাহ'লে আমার বেগমেরও একটা মন্ত্রগুপ্তি আছে! কম তো নও! মীরজাফরের কন্যা, মীরকাশিমের স্ত্রী—একাধারে!

প্রস্থানোদ্যত

ফতেমা। যাবেন না জনাব!

মীরকাশিম। না—না, পিতা-পুত্রীর কথার মধ্যে আমি কেন! আমি শুধু দেখব—কে হারে—কে জেতে!—মীরজাফরের কন্যা, কিম্বা মীরকাশিমের বেগম!

প্রস্থান

অন্যদিক দিয়া বাঁদীসহ চরের প্রবেশ। চর কুর্ণিশ করিয়া পত্র বাহির করিল। বাঁদী সে পত্র লইয়া বেগমকে দিল

ফতেমা। (বাঁদীকে) যাও। চ'লে যাও, এখানে এখন যেন কেউ না আসে!

বেগম পত্র পড়িতে সুরু করিতেই, চর সেই অবসরে তাহার ছদ্মবেশ ত্যাগ করিল

ফতেমা। (পত্র পাঠান্তে চরের দিকে তাকাইয়া বিস্মিতস্বরে) নাজামদ্দৌল্যা!

নাজাম। যাক্, বহিন্ তার ভাইকে চিনতে পেরেছে!

ফতেমা। ভাই!—না শত্রু!

নাজাম। যুদ্ধ যখন একটা হ'চ্ছে—মিত্র যে নয়, সে তুমিও জানো আমিও জানি! কিন্তু রক্তের সম্বন্ধটা যাবে কোথায়?

ফতেমা। তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ আছে, এ কথা স্বীকার ক'রতে আমি ঘৃণা বোধ করি!

নাজাম। কিন্তু তোমার পিতা আমাকে পুত্র ব'ল্‌তে ঘৃণা বোধ করেন না!

ফতেমা। আমি আমার পিতৃ পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করি। আমার জীবনের একমাত্র লজ্জা, আমি মীরজাফরের কন্যা। আমার জীবনের একমাত্র অভিশাপ, আমি মীরজাফরের সন্তান! বাংলাদেশে এ পরিচয় আর দিয়োনা নাজামদ্দৌল্যা!

দেশের স্বাধীনতা রক্ষা ক'র্‌তে পলাশীর রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে যে সামান্য সৈনিক—অথবা বাংলার স্বাধীনতার পতাকা বহন করাতে লাঞ্ছিত হ'য়েছে যে কৃষক—আজ যদি আমি তাদের কারো কন্যা হ'তাম, তবে সগর্ব্বে—সগৌরবে গিয়ে দাঁড়াতাম ঐ মীরজাফরের সামনে—গিয়ে সুস্পষ্টকণ্ঠে তাকে ব'লতাম, আমি বাংলার মেয়ে—তোমাকে ঘৃণা করি—ঘৃণা করি! তার জন্য যদি কারারুদ্ধ হ'তাম—যদি নিহত হ'তাম—সে হ'ত আমার অধিকতর গর্ব্ব—আমার অধিকতর গৌরব!

নাজাম। তুমি তোমার পিতৃ পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ ক'র্‌ছ। কিন্তু সেই পরিচয়েই আজ আমার এখানে আসবার সার্থকতা!

ফতেমা। তোমার এতদূর দুঃসাহস!

নাজাম। তাতেই বুঝতে পার, কি গুরুতর প্রয়োজনে আমি এসেছি।

ফতেমা। তোমাকে—তোমাকে বন্দী করা হবে।

নাজাম। তাতে যুদ্ধটা আরো গুরুতর হবে। জানো তো, এ যুদ্ধ আমারি জন্য? চালাচ্ছেন আমার মা। বাবাকে মসনদে বসাতে নয়—তিনি এর আগেও ব'সেছেন—বসাতে আমাকে? এ জন্য মা অলঙ্কার বিক্রী ক'রে কোম্পানীর যুদ্ধের খরচা জোগাচ্ছেন? কাজেই একমাত্র আমার বধেই তোমাদের জয়—বন্ধনে নয়!

ফতেমা। তা হ'লে বধই ক'র্‌তে হবে।

নাজাম। (উচ্চতরস্বরে) এই কে আছিস—একটা জল্লাদকে ডেকে দে।

রক্ষীর প্রবেশ। কিন্তু ফতেমার ইঙ্গিতে তাহার প্রস্থান

ফতেমা। তোমার মতলবটা কি ?

নাজাম। ব'ল্‌তে অবসর পাচ্ছি কই !

ফতেমা। বল—

নাজাম। তাই বল। ব'সো।

দুজনে বসিলেন

এলাম বোনের বাড়ী। ভাবলাম, একটু আরাম ক'র্‌ব—আয়েস ক'র্‌ব—

ফতেমা। নাজাম—

নাজাম। তা ভাই ব'লেই স্বীকার কর না ; উপরন্তু গালাগাল আর গালাগাল। তা আমার বোন বলা আটকাচ্ছে কে ? ওরে কে আছিস—সরবৎ টরবৎ কিছু আন—

ফতেমা। নাজামদ্দৌল্যা !

নাজাম। নাঃ, বসা আর চ'লল না। (কৃত্রিম কোপে) তুমি যা ভেবেছ তা হবে না।

ফতেমা। তার মানে ?

নাজাম। বাবা লিখেছিলেন, "ফতেমা ! কাশিম আলিকে নিয়ে

বাংলার বাইরে পালিয়ে যাও।" তার উত্তরে তুমি লিখলে, "তুমিই বরং আমাদের এখানে পালিয়ে এস!"—ভেবেছ, বাবা পালিয়ে আসবেন তোমার কাছে!

ফতেমা। তিনি লিখেছিলেন ব'লেই আমিও লিখেছিলাম। আমি তাঁকে পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে বলেছিলাম!

নাজাম। তার উত্তরে এবার তিনি কি জবাব দিয়েছেন?

ফতেমা। সে লজ্জাকর জবাবটা তো তুমি জানো!

নাজাম। না, জানি না।

ফতেমা। পত্র বহন ক'রে এনেছ তুমি,—তুমি জানো না!

নাজাম। না। তুমি কি ভেবেছ, আমি এখানে পিতামাতার জ্ঞাতসারে এসেছি? তবে কি আমি আসতে পারতাম? দূতের হাত থেকে পথে এ পত্র কেড়ে নিয়ে তবে এসেছি!

ফতেমা। তুমি মনি বেগমের পুত্র—সাধারণ কোন অভিসন্ধি নিয়ে যে তুমি আসো নি, তা খুবই বুঝি।

নাজাম। এ কথা সত্য। পিতা তোমার এখানে পালিয়ে আসছেন—এই জবাবই বোধ হয় পেয়েছ?

ফতেমা। তিনি আসবেন?—তাহ'লে তাঁর নামই যে মিথ্যা হ'য়ে যায়! তাই তিনি স-দুঃখে লিখেছেন, "মা ফতেমা! কি ক'রে যাই! শৃঙ্খলে আমার হাত পা আবদ্ধ!" আবদ্ধই বটে!

নাজাম। 'শৃঙ্খলে আমার হাত পা আবদ্ধ'—বাবা লিখেছেন!

ফতেমা। আশ্চর্য্য! মেয়ের সঙ্গেও চাল চেলেছেন!

নাজাম। বহিন্! বহিন্! জীবনে বোধ হয় এই একটিবার বাবা সত্য কথা ব'লেছেন।

ফতিমা। এই কথা তুমি আমায় বিশ্বাস ক'রতে বলছ!

নাজাম। এই কথাই আমিও ব'লতে এসেছি বহিন্! এত বড় দাসত্ব আমি দেখিনি! সুবে-বাঙলার স্বাধীন-নবাব আমরা দেখেছি—স্বাধীন দেশে আমরা জন্মেছি—স্বাধীনতা ভোগ ক'রেছি—শির উঁচু ক'রে কথা বলেছি—কখনো মাথা হেঁট করিনি—আর আজ!

ফতেমা। নাজাম!

নাজাম। আজ কি জানো? প্রতি পদে প্রতি কথায় ভ্যান্সিটার্ট সাহেবের অনুমতি নিতে হ'চ্ছে—কোম্পানীর সাহেবদের কুর্ণিশ ক'রছি—তাঁরা দাবী ক'রছেন, আমাদের মেটাতে হ'চ্ছে—তাঁদের রক্ত-চক্ষু দেখলেই আমাদের হৃৎকম্প হচ্ছে, তাঁদের প্রসন্ন মুখ দেখলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। কি ছিলাম, কি হয়েছি! পিতাকে বলি, কেন? মাতাকে বলি, কেন? তাঁরা শুধু বলেন, চুপ! চুপ! কিন্তু আমি জানি, কেন! স্বার্থ-সিদ্ধি! দেশের স্বার্থ বলি দিয়ে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি!

ফতেমা। নাজাম! নাজাম! ভাই! তুমি বুঝেছ?

নাজাম। বুঝেছি বহিন্। বুঝেছি ব'লেই এসেছি। প্রজার স্বার্থ কিছু নয়—জাতির স্বার্থ কিছু নয়—দেশের স্বাধীনতা

কিছু নয়!—সব-কিছু ঐ বাংলার মসনদ—সেই মসনদে এক দিন ব'স্‌বে নাজামদ্দৌল্যা! তাই এই যুদ্ধ! কিন্তু স্বাধীন বাংলার বাচ্চা আমি।—অমন মসনদে আমি পদাঘাত করি। স্বাধীনতার একটা পতাকা আমায় দাও বহিন্‌—স্বাধীনতার একটা পতাকা আমায় দাও! রাজার হ'য়ে, দেশের হ'য়ে আমায় ম'র্‌তে দাও। আমায় বাঁচতে দাও—বাঁচতে দাও!

অন্তরালে অবস্থান ক'রে মীরকাশিম সবই দেখছিলেন। তিনি এগিয়ে এলেন

মীরকাশিম। কে আছিস, ঐ বালককে বন্দী কর্‌।

সঙ্গে সঙ্গে রক্ষিগণ আসিয়া নাজামদ্দৌল্যাকে বন্দী করিল

ফতেমা। স্বামী! স্বামী! ও আমার ভাই! ওকে তোমার পতাকা দাও—ওকে তোমার পতাকা দাও!

মীরকাশিম। (কর্ণপাত না করিয়া) খুব গোপনে একে উদয়নালায় নিয়ে মুক্ত ক'রে দিবি।

নাজাম। জনাব! জনাব!

মীরকাশিম। আমার সঙ্গে সঙ্গে এ যদি ধ্বংস হয়—দেশ গেল। কিন্তু এ যদি বাঁচে—আশা হয়, এ দেশ আবার জাগবে—আবার জাগবে।.........



তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ইংরেজ শিবিরের বহির্ভাগ। অদূরে উদয়নালা দুর্গ দেখা যাইতেছে। ইংরেজ প্রহরী পাহারা দিতেছে। সন্ধ্যা

জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, মীরজাফর, মনিবেগম, নন্দকুমার

রায়দুর্লভ। জনাবের জরুরী তলব আগেই পেয়েছিলাম। কিন্তু যে পাহারায় ছিলাম তাতে গঙ্গার পারে যে হাওয়া খাব সে উপায়ও ছিলনা।

মীরজাফর। কি ক'রে এলেন ?

জগৎশেঠ। কাশেম আলি খাঁ উদয়নালা-দুর্গ গোপনে তদারক ক'রতে বেরিয়েছেন খবর পেয়ে চরদের উৎকোচে বশীভূত ক'রে তবে এখানে আস্‌তে পেরেছি।

রায়দুর্লভ। কাশেম আলী খাঁর চর সর্ব্বত্র।

নন্দকুমার। হ্যাঁ সর্ব্বত্র—এবং তারা আছে বেশ। বেতনও খাচ্ছে উৎকোচও খাচ্ছে। প্রকৃত সংবাদ যে কে পাচ্ছে মা গঙ্গাই জানেন।

রায়দুর্লভ। কেউই পাচ্ছে না সে জেনে রাখুন। কাশেম আলী খাঁ উদয়নালা-দুর্গেই এসেছেন—না, আমাদের পরীক্ষার জন্য ঐ সংবাদ রটিয়েছেন—তা-ও বলা যায় না।

জগৎশেঠ। আমরা এখানে এসে খুবই দুঃসাহসের কাজ ক'রেছি। আমাদের বিলম্ব করা উচিত হ'চ্ছে না।

মনিবেগম। আপনারাই হ'চ্ছেন বাংলার প্রকৃত কর্ণধার। আমার স্বামীকে আপনারাই মসনদে ব'সিয়েছিলেন—আপনারাই আবার টেনে নামালেন, এখন আপনারাই আবার টেনে তুলুন।

রায়দুর্লভ। টেনে নামালেন কথাটা ব'লবেন না বেগমসাহেবা। আমাদের ক্ষমতা কতটুকু! ক্ষমতা কিছু নেই। আমরা শুধু অভিমান ক'রতে পারি—খুব বেশী হ'লে বিক্ষোভ প্রদর্শন ক'রতে পারি। তার বেশী কিছু করিনি।

জগৎশেঠ। আমরা হ'চ্ছি বাংলার মসনদের দাস। তবে সুখ সুবিধা সবাই খোঁজে, সবাই দেখে—এই যা। দুঃখ এই—যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাক্ষস। সিরাজের পর জনাব সিংহাসনে ব'সলেন। কত আশা—কত ভরসা আমরা পেলাম। দেখি কিনা সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী তঙ্কশালা বসাবার অনুমতি পেলো— আমার লাখ লাখ টাকা ক্ষতি হ'তে লাগল। আমার এ দুঃখ-দুর্দ্দশা দেখেই কিন্তু কাশেম আলি খাঁ তক্তে ব'সলেন। ও বাবা! তক্তে ব'সেই কোম্পানীর তঙ্কার বাট্টাটা পর্য্যন্ত তুলে'

দিলেন। আবার এখন শুন্‌ছি বাংলায় বাঙালী ছাড়া আর কারো থাকা চ'ল্‌বে না। মারোয়াড় থেকে বাংলায় এসে আমরা নাকি মহা দোষ ক'রেছি; কিন্তু বাংলার নবাবদের নবাবীর যে-টাকাটা এতকাল জুগিয়েছি জোগাচ্ছি তা তো আর মেকি নয়?

মনিবেগম। আপনার একটা কথাও অন্যায় নয়।

রায়দুর্লভ। অন্যায় কথা আমরা বলিনা, সইতেও পারি না। কেমন অভ্যেসের দোষ! এই তো জনাব র'য়েছেন! সিরাজের অন্যায় দেখ্‌লাম ওকে এসে স্পষ্ট ব'ল্‌লাম, জনাব! আর তো সইতে পারি না! উঠুন, আপনাকে মস্‌নদে ব'স্‌তে হবে। যেমন ক'রেই হোক, বসালাম তো আমরা ওঁকে মসনদে। কিন্তু বসিয়ে কি হ'ল? নাঃ, স্পষ্ট কথা বলা আমার এক রোগ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে!

মনিবেগম। না—না বলুন, মন খুলে' কথাবার্ত্তা হওয়াই ভালো।

রায়দুর্লভ। মসনদে ব'সেই জনাবের প্রথম কাজটিই হ'ল আমাদের ভুলে' যাওয়া। তক্তে ওঠবার মইটাই দিলেন ফেলে! মুসলমান রাজ্যে হিন্দুরাও ছিল মন্ত্রী, হিন্দুরাও ছিল সেনাপতি; উচ্চ রাজ-কার্য্যেও তাঁরা ছিল। একে একে তাঁদের সরানো হ'ল!

নন্দকুমার। বুদ্ধিটা জনাব ক'লকাতায় পেয়েছিলেন, ওটা একটা উচ্চ রাজনীতি—'Divide and Rule'—কিন্তু ঐ উচ্চ রাজনীতিতে সুবিধাটা হ'ল কার—সেটাও দেখা দরকার!

জগৎশেঠ। সুবিধা হ'ল তৃতীয় পক্ষের। ক'লকাতায় একটা টাকশালই ব'সে গেল।

রাজবল্লভ। তৃতীয় ছাড়া চতুর্থ পক্ষের সুবিধাও যদি হয়, হোক্ না; আমাদের সুখ সুবিধাটুকু থাক্‌লেই হ'ল! কিন্তু তাই বা হ'ল কই?

মনিবেগম। কাশেম আলি খাঁর নবাবীতে সে সুখ সুবিধা কি আপনাদের কারো র'য়েছে?

জগৎশেঠ। বরং বলুন যেটুকু ছিল তা-ও গেছে! বাট্টা ব'লে একটা পদার্থ ছিল বাংলায় আজ তা নেই!

রাজবল্লভ। মান সম্মান ইজ্জৎ কারো নেই!

রায়দুর্লভ। আমরা আজ নজরবন্দী!

নন্দকুমার। আপনাদের ধড়ে এখনো মাথাটা র'য়েছে দেখে আশ্চর্য্যই হ'চ্ছি!

মীরজাফর। তাই যদি হয়—তবে আপনারা আমাকে এখনো কেন সাহায্য ক'র্‌ছেন না! ইংরেজ কাশেম আলি খাঁকে গদীচ্যুত ক'রেছে ব'লে ঘোষণা দিয়েছে—আমি নবাবী পেলাম—এ ঘোষণাও হ'য়েছে। এখনো আপনারা দো-মনা কেন?

জগৎশেঠ। কেবল ভাবছি রাজদ্রোহ হ'চ্ছে না তো!

মনিবেগম। আপনি এ কথা ব'লছেন শেঠজি! সিরাজের সময় রাজদ্রোহ করেন নি? আমার স্বামীর রাজত্বে রাজদ্রোহ করেন নি!

জগৎশেঠ। ক'রেছিলাম; কিন্তু সেটা অপরাধ হয়নি—কারণ, আমরাই জিতেছিলাম। কিন্তু এবার সে-রকম ভরসা পাচ্ছি না যে!

নন্দকুমার। সাহেবরা বলে—A revolution is a crime when it fails but a virtue when it succeeds!

রায়দুর্লভ। মানে?

নন্দকুমার। বুঝতেই পারছেন—হেরে গেলে মহাপাপ, জিতলে স্বর্গলাভ!

রাজবল্লভ। যা ব'লেছেন!

মেজর য়্যাডাম্‌স্ অতিরিক্ত ইংরেজ প্রহরীসহ আসিয়া তাহাদিগকে যথাস্থানে দাঁড় করাইয়া এই বৈঠকে আসিলেন

য়্যাডাম্‌স্। হাপনাডের কটাবার্টা পাক্কা হইল টো?

জগৎশেঠ। কই আর হ'ল সাহেব!

মনিবেগম। না হওয়ার কোন কারণ নেই। একটা বিষয়ে সবাই একমত—

য়্যাডাম্‌স্। That Bengal is no place for Siraj or Mircosim, is that so?

নন্দকুমার। ঠিক ব'লেছ সাহেব। Bengal for Mirzafars and Mirzafars for Bengal!

য়্যাডাম্‌স্। ক'লকাটায় কয়েড ঠাকিয়া নণ্ডকুমার ইংরাজি

বাট শিখিয়া লইল। হাপনাডের বাট্‌চিট্‌ জলডি সারিবেন! ·········ঘটনা ঘটিবে। গুরুটর ঘটনা ঘটিটেছে।

প্রস্থান

রায়দুর্লভ। ঘটনা ঘটিবে! কি ঘটনা? আক্রমণ-টাক্রমণ নয় তো?

মনি বেগম। না না সে-সব কিছু নয়। ওসব হ'চ্ছে ঘরোয়া ব্যাপার।

মীরজাফর। আমাদের আক্রমণ ভেতর থেকে। বাইরের লড়াই কোনো দিন করিনি—কাজেরও নয়।

জগৎশেঠ। কিন্তু কাশেম আলী খাঁর যেরূপ আয়োজন দেখ্‌ছি কি যে হবে বলা যাচ্ছে না। উদয়নালা দুর্গটি তো দেখ্‌ছেন? একমাস এখানে আছেন। ওখানে নাচ-গান স্ফূর্ত্তি চ'ল্‌ছে— আপনারা এখানে নাজেহাল হ'চ্ছেন।

রায়দুর্লভ। আক্রমণটা যে ভেতর থেকে হবে কাশেম আলি খাঁ তা বুঝেছে। এবার তাই 'দেশ প্রেম' 'আত্মোৎসর্গ' 'বাংলার দুঃখ' 'বাংলার স্বাধীনতা' এমনি সব ভালো-ভালো কথা আমদানী ক'রেছে। দেখা হ'লে কুশল প্রশ্ন নয়—প্রথম কথাই হ'চ্ছে—আর যা কর বেইমানি ক'রোনা।

মীরজাফর। নিজে বেইমান কিনা!

রাজবল্লভ। আর ও-সব কথা নতুনই বা কি! সিরাজেরই ধার-করা বুলি!

জগৎশেঠ। পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌তে হবে—এ কথাটা কিন্তু নতুন।

নন্দকুমার। বাংলায় অবাঙালীর স্থান নেই, তাড়িয়ে দাও সব অবাঙালী—এ-কথাটিও নতুন!

মীরজাফর। কিন্তু ও-সব কথা শুন্‌ছে কে?

রায়দুর্লভ। মোহনলাল মীরমদনের মতো গোটাকতক ছোকরা সব-যুগেই থাকে—এখনও আছে—শুন্‌বে তারা।

রাজবল্লভ। কিন্তু আমরা তো আর মরি নি। আমরা তো আছি! ওসব ধাপ্পায় ছেলে ভুলানো যায়—কিন্তু যারা দেশের কথা ভেবে-ভেবে চুল পাকালো তারা তো ব্যাপারটা বুঝ্‌ছে। ভেবে দেখেছি ইংরেজ ছাড়া আমাদের গতি নেই।

মীরজাফর। এইটাই হ'চ্ছে কথা। আজ যা অবস্থা তাতে ইংরেজকে কেউ রুখ্‌তে পার্‌বে না। আবেদন নিবেদন যা কিছু তাদেরই কাছে ক'র্‌তে হবে। কারবালা যাবো ব'লে সব ঠিক ক'র্‌লাম; সাহেবদের কাছে বিদায় নিতে গিয়ে শুনি কাশেম আলি যুদ্ধ বাঁধিয়েছে। যুদ্ধ বাঁধিয়েছে ইংরেজের সঙ্গে। দেখ্‌লাম এই সুযোগ! ক'র্‌লাম সন্ধি। সন্ধি—যা-ই হোক না কেন, গদীটা তো থাক্‌ছে? সন্ধিতে ক্ষতি হ'ল বিস্তর, হোক ক্ষতি! তবু আমরা ব'ল্‌তে পারব আমরা স্বাধীন।

নন্দকুমার। নিশ্চয়। স্বাধীনতার জন্য যে কোন ক্ষতি আমরা সইব। যে কোন ক্ষতি!

জগৎশেঠ। সবই বুঝ্‌ছি।

রাজবল্লভ।
রায়দুর্লভ। } হুঁ কিন্তু-

মীরজাফর। কিন্তু আমরা নিজেরা নিজের পায়ে না দাঁড়ালে ইংরেজ কি ক'র্‌বে?

জগৎশেঠ। তা বেশ; কারবার তো যাওয়ার মধ্যে—এখন এতে যদি কিছু হয়—

রাজবল্লভ। চিরটা কাল রাজনীতি নিয়ে কাটালাম। একটা কিছু না ঘট্‌লে চলেও না। কি বলেন রায়দুর্লভ?

রায়দুর্লভ। হ্যাঁ, নিষ্কর্ম্মা হ'য়ে থাকা যায় না। এতে যদি আমাদের সকলের সুখ-সুবিধে হয়—দেশের একটা কাজ হবে বৈকি! তা হ'লে একটা লেখাপড়া হোক্—

মনিবেগম। নিশ্চয়। অলঙ্কার বেচে এই যুদ্ধের খরচা জোগাচ্ছি। জনাবের মুখ চেয়ে নয়, বাঁদী ছিলাম, বেগমও হ'য়েছিলাম; কাজেই বেগম হবার জন্যও নয়। নবাবী-তক্তে আমি আমার নাজামদ্দৌল্যার জন্য উত্তরাধিকার চাই, আপনারা স্বীকৃত?

জগৎশেঠ। অস্বীকৃত কেন হব? এ তো আনন্দের কথা। বাংলায় মীরজাফরের বংশ যতকাল রাজত্ব করে—আমাদেরই

মঙ্গল ; তার ওপর সে-বংশধর যদি আপনার পুত্র হয় তবে তো কথাই নেই।

নন্দকুমার। কালনেমির লঙ্কা ভাগ হ'চ্ছে না তো? উদয়নালার দিকে একবার চেয়ে দেখুন।

মনিবেগম। আপনাদের যখন পাওয়া গেল উদয়নালার কথা ভাবি না! শেঠজি যদি কাশিম আলিকে টাকা না জুগিয়ে আমাদের টাকা জোগান—রাজা রাজবল্লভ, রাজা রায়দুর্লভ যদি কাশেম আলির হিন্দু-সেনানায়কদের হাত করেন, আমি যদি গুরগিন খাঁকে—আচ্ছা সে হবে এখন। তাহ'লে শপথ করুন।—

মীরজাফর। না—না শপথের আবশ্যক নেই। সময়ের অপব্যয়। ওঁরাও আমাকে জানেন—আমিও ওঁদের জানি। কি বলেন?

জগৎশেঠ। (মৃদু হেসে) সে কথা ঠিক!

মীরজাফর। শপথ নয়, লেখাপড়া নয়, আমাদের মধ্যে মুখের কথাই যথেষ্ট। তা হ'লে চলুন—সাহেবদের গিয়ে বলি'। আপনারা কি এই রাত্রেই রওনা হবেন?

রায়দুর্লভ। হ্যাঁ জনাব! বিলম্বে সন্দেহ সৃষ্টি হ'তে পারে।

রাজবল্লভ। কাজেরও ক্ষতি!

হঠাৎ ইংরেজ-শিবিরের অভ্যন্তর হইতে সোরগোল উঠিল "স্পাই! স্পাই!" "গুপ্তচর, গুপ্তচর"—ক্রমাগত কয়েকটা গুলি-ছোড়ার শব্দ পাওয়া গেল। বিষম চাঞ্চল্য। খোজা পিদ্রুস্ দৌড়াইয়া ইহাদের সম্মুখে আসিল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ ইংরেজ-সেনানায়কগণ ছুটিয়া আসিলেন।

য়্যাডাম্‌স্। Hands up!
Hands up!
Otherwise—

খোজা পিদ্রুস্ হাত তুলিল

জগৎশেঠ। সর্ব্বনাশ!

মীরজাফর কে এ?

য়্যাডাম্‌স্। Coza Petruse!

রায়দুর্লভ। গুরগিন খাঁর ভাই। চল হে চল—

পিদ্রুস্। এই যে শেঠজিভি এখানে হাছে—সভা যখন ভাঙিবে হামাকে ভি সাঠে লইয়া চলিবে।

রায়দুর্লভ। দুর্গা! দুর্গা! দুর্গা!

পিদ্রুস্। বেগম সাহেবা! গুরগিন খাঁ হাপনার চিঠির জবাব ডিয়াছেন—

মনিবেগম। কই—

পিদ্রুস্। জবাব ডিয়াছেন হামার মুখে।

য়্যাডাম্‌স্। গুরগিন খাঁ খুব খেলা খেলিটেছে।

কার্ণাক্। Shilly-shallying always!

য়্যাডাম্‌স্। টুমি এখানে কি করিয়া আসিলে? কোন্ পঠে?

পিক্রুস্। হামি গুরগিন খাঁর ভাই হাছে—মনিবেগমের Spy হাছে—টুমাদের ভি ডোস্ট হাছে—হামার যাটায়াটের পঠ সব সময় খোলাসা হাছে।

মনিবেগম। যাতায়াত তো অনেকদিন থেকেই ক'র্‌ছ—টাকাও খেয়েছ বিস্তর। কাজ তো কিছু দেখি না।

পিক্রুস্। বড্ডা কড়া হাদমি হাছে। হাজার টাকা নজর ডিলে একটা বাট্ কহিল।

মনিবেগম। হাজার টাকা নজর লইয়া কি বাত কহিল?

পিক্রুস্। লাখো রূপেয়া হানো!

মনিবেগম। লাখো রূপেয়া আনো!—লাখো রূপেয়ার জড়োয়া গয়নাই তো দিয়েছি।

পিক্রুস্। গুরগিন বোলে ও টাহার বিবির হইয়াছে—টাহার কি হইল?

মনিবেগম। বেশ তো দুর্গ জয় হ'লেই দেবো। এই শেঠজী জামিন থাকবেন। তা' হলেই তো হবে?

রায়দুর্লভ। দুর্গা! দুর্গা!

জগৎশেঠ। তা থাক্‌বো। দেখাই যাক্ না—গুরগিন খাঁ বেইমানি ক'রে কি করেন। কি বলেন রাজা রাজবল্লভ? পরীক্ষা—একটা পরীক্ষা!······আমরা তা'হলে আসি।

পিক্রস্। হামি ভি ভাইকে পরখ করিয়া ডেখিটেছে—বুঝিলে শেঠজী ?

রাজবল্লভ। নবাব উদয়নালার দুর্গে আছেন তো ?—

পিক্রস্। মুঙ্গেরে হাছেন বলুন।

জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ। সর্ব্বনাশ! উদয়নালায় আসেন নি ?

পিক্রস্। হামি কাল দুর্গের বাহিরে হাসিয়াছে। টাহার পরে কি হইয়াছে হামি জানে না।

জগৎশেঠ। তবে যে শুনেছি কাল রাতে নবাব উদয়নালায় এসেছেন!

রাজবল্লভ। সঠিক জেনে ফেরাই ভালো—

জগৎশেঠ। বাল-বাচ্চা সব মুঙ্গেরে, না ফিরে উপায় কি ?

পিক্রস্। টাহ'লে শেঠজি হাপনি জামিন রহিল ?

জগৎশেঠ। (মনিবেগম প্রভৃতির মুখের দিকে চাহিয়া) তা থাক্‌চি।

পিক্রস্। লিখিয়া ডিন।

মীরজাফর। ভিতরে চল। চল সাহেব।

য়্যাডাম্‌স্। It is better to detain Petruse here—পিক্রস্‌কে হাটকাইয়া রাখিলে গুরগিন সিটা ঠাকিবে।

পিক্রস্। গুরগিনকে টোমরা জানে না। হামি টো হানি টাহার

বিবিকে হাটক করিয়া টাহাকে ভয় ঢরাইতে পারিবে না। সে যাহা মন করিবে—টাহা করিবেই। টাহার মনটাই হাগি বডলাইটেছে। এখন ডোনমনো হইয়াছে।······বেগম সাহেবা, হামার feeটা নগড ডিবেন। হার এক ডজন বিলাটী সরাব।

য়্যাডাম্‌স্‌। গুরগিন খাঁ হামাদের কিরূপ সাহায্য করিটে পারেন? ডুর্গে টো হাউর সব বহুট্ General হাছে।

পিত্রুস। গুরগিন গোলণ্ডাজ জেনারেল হাছে। কামান সব out of order হইয়া মেরামট হইটে যাইটে পারে। গোলণ্ডাজরা হাট গুটাইয়া বসিয়া ঠাকিটে পারে, কামানের মুখভি ঘুরিয়া যাইটে পারে।

য়্যাডাম্‌স্‌। But what about access to the fort? ডুর্গে যাইবার পঠ পাইটেছে না—! এক মা—স এখানে চুপ-চাপ বসিয়া হাছে। নজাফ খাঁ একটা গুপ্ট পঠে হাসিয়া হামাদের সাঠে গরিলা যুদ্ধ করিয়া পলাইয়া যায়—সে পঠটা কে বলিয়া ডিবে?

পিত্রুস। মন হইলে সেটা হামি বলিয়া ডিবে—

জগৎশেঠ। আমাদের ফিরতে হবে যে!

মীরজাফর। তাতো বটেই! আসুন—আসুন!

য়্যাডাম্‌স্‌। Sentries! Be on your guard!—

সকলের শিবিরাভ্যন্তরে প্রস্থান

গভীর রাত্রি—ইংরেজ-প্রহরী বন্দুক লইয়া
পাহারা দিতেছে

প্রথম ইং-প্রহরী। (তাহার সঙ্গীকে) What's the time, please!

দ্বিতীয় ইং-প্রহরী। 2-O' clock in the morning!

উভয়ে হাই তুলিল

প্রথম। This bloody Udaynala shall be our grave! Have you a cigar?

দ্বিতীয়। As many as you like······but you see, I am matchless!

প্রথম। Say that to your Sweete. I have a match.

তাহারা সিগারেট ধরাইয়া খাইতেছিল—এমন সময় নজাফ খাঁ
পরিচালিত একদল নবাব-সৈনিক গুপ্ত-ভাবে আত্মপ্রকাশ
করিল ও হামা দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল

প্রথম। While we are rotting here, they are rioting over there—with wine and women!

দ্বিতীয়। Let us hope, everything theirs—shall be ours soon.

নজাফ খাঁ ইহাদের হঠাৎ গুলি করিল। ইহারা ভূপতিত হইল। নজাফ খাঁ সসৈন্যে ইংরেজ-শিবির লুট করিতে ছুটিল। চীৎকার, গুলি ও আর্ত্তনাদের শব্দে আকাশ-বাতাস ভারী হইয়া উঠিল। ক্ষণকাল পরই নজাফ খাঁ সসৈন্যে শিবির হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বহন করিয়া বাহিরে আসিয়া রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। খোজা পিদ্রুস কিন্তু আপাদমস্তক আবৃত হইয়া তাহাদের অনুসরণ করিল। ইংরেজ সেনা নায়কগণ একে একে ছুটিয়া আসিতে লাগিল

য়্যাডম্‌স্। Vanished !—

কার্ণাক। As if in the air !—

য়্যাডাম্‌স্। Thieves ! Plunderers !

নন্দকুমার ছুটিয়া আসিল

নন্দকুমার। নবাবের শিবির লুট ক'রেছে—নবাবের শিবির লুট ক'রেছে !

মীরজাফরের প্রবেশ

মীরজাফর। উল্লুকরা আমার মুকুটটা নিয়ে পালিয়েছে।

কার্ণাক। হাবার ডিব—হাবার ডিব—চিল্‌হাইবেন না।

নন্দকুমার। (মীরজাফরকে) বেগম সাহেব……আছেন তো ?

মীরজাফর। না—না তিনি……আছেন।

কার্ণাক। বাঁচাইলেন। মুকুট গেলে মুকুট মিলিবে—বেগম গেলে হার মিলিবেনা। Major Adams ! এক মাস হইয়া

গেল—হামরা কেবল হাঁ করিয়া উডয়নালা ডুর্গ ডেখিটেছি হার ডেখিতেছি—হার কিছু করিয়া উঠিটে পারিটেছিনা! This is quite unbearable!

য়্যাডাম্‌স্‌। পঠ পাইটেছিনা! কোন্ পঠে যাইব। এক ঢারে রাজমহল হিলস্ হার এক ঢারে Ganges! সন্‌মুখে উডয়নালা; টাহার সেটু উহাডের। কোন পঠে যাইব!

অদূর পাহাড়ের দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া মনিবেগমের প্রবেশ

মনিবেগম। পথের ভাবনা ভেবোনা সাহেব আর কিছুকাল চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকো। পথের সন্ধান এখনি মিলবে।

য়্যাডাম্‌স্‌। পঠের সন্ধান পাইলে এই রাট্রেই হামি attack করিব।

মীরজাফর। মনি! আমরা পথ পাবো এ তুমি কি বল্‌ছ!

মনিবেগম। এই ইংরাজকে একদিন পথের সন্ধান তুমি দিয়েছিলে পলাশীতে। আজ দেব আমি উদয়নালায়। নজাফ খাঁর পিছে পিছে আমি লোক পাঠিয়েছি। সে পথ দেখে আসছে! পথ আমরা পাব!...পথ...আমরা...পাব! (পাহাড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ দেখ—

সাহেবগণ। A figure!......A man!......crawling!

সকলে সেই দিকে সবিস্ময়ে তাকাইল। দেখা গেল আপাদমস্তক আচ্ছাদিত একটি মূর্ত্তি ধীরে ধীরে তাহাদের দিকে নামিয়া আসিতেছে

মনিবেগম। পথ আমরা—পা—বো...পথ আমরা—পা—বো!

নন্দকুমার। এ ঘর-ভেদী বিভীষণের দেশ। পথের ভাবনা আমরা ভাবি না।

মূর্ত্তি কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। মূর্ত্তিটি মুখাবরণ সরাইয়া ফেলিয়া হাত তুলিল

সকলে। (সবিস্ময়ে) পিক্রস্ !—

পিক্রস্। গুপ্ট-পঠের সন্ধান হামি পাইয়াছে—হণ্টকারে আ—লো—ক ডেখিয়াছে।

য়্যাডাম্‌স্। Lead us on—Lead us on—

পিক্রস্। বেগম সাহেবা হামার ফি ?

মনিবেগম। আমার হাতের এই শেষ হীরক-বলয় নাও। উদয়-নালা দখল ক'রিয়ে দিলে, পুরস্কার—আমার এই মুকুট !

পিক্রস্। হাপনি কিছু ভাবিবেন না—কিছু ভাবিবেন না বেগম-সাহেবা ! হামরা এ ডেশে টাকা করিটে হাসিয়াছে—টাকা পাইলে হাপনি যেমনটি বলিবেন—হামরা টেমনটি করিব। হামার নাম Coza Petruse আছে—পঠ হামি বাট্‌লাইবে, হামি উডয়নালা ডুর্গে যাইটেছে। টোপ্ ডাগিলে—জানিবে, লাইন ক্লিয়ার হাছে—Line clear !!

দ্বিতীয় দৃশ্য

উদয়নালা দুর্গ

আমোদ-উন্মত্ত সেনানায়কগণ সম্মুখে নর্ত্তকীগণ নৃত্য-গীত করিতেছে

গীত

সেতারের ঝিঞ্ঝিনি, নূপুরের কিঙ্কিনী
মঞ্জুল কিঙ্কিনী
ছন্দিত সুরে জাগি—
মোরা গীতি সঙ্গিনী।
নন্দিতা সঙ্গিনী।
মরমের নাচ-ঘরে—
প্রিয়তম খেলা করে
ভালবাসা বেচি-কিনি রঙে রঙে রঙ্গিনী
দেয়াশিনী রঙ্গিনী।

সৈয়দবান্দা। বহুৎ আচ্ছা—বাহোবা—বাহোবা—ওরে কেউ যা না—কোম্পানীর শিবিরে চলে' যা—কয়েক বোতল বিলিতী সরাব চেয়ে আন্—একবার সকলে মুখটা বদলে নি।

মুর্ত্তাজা খাঁ। দেবে কেন?

সৈয়দবান্দা। তবে কর্জ্জ ক'রে আনো—

মুর্ত্তাজা খাঁ। কর্জ্জ! উঁহু, তা-ও দেবে না।

সৈয়দবান্দা। তবে চুরি ক'রেই আনো। ওরে যা না উল্লুক।

খানসামা। পথ জানি না হুজুর—

সৈয়দবান্দা। জাহান্নামের পথ—জানিস না উল্লুক?

খানসামা। জানি হুজুর।

সৈয়দবান্দা। সেই পথ—যা।

খানসামা। যাচ্ছি হুজুর!

প্রস্থান

মঁসিয়ে জেন্‌টিল। ইংরেজ বলিয়া ঠাকে—Beg—Borrow—or Steal—ভিক্ষা মাগিবে—না পাইলে, কর্জ্জ করিবে—কর্জ্জ না পাইলে—চুরি করিবে।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

নর্ত্তকীগণের পুনরায় নৃত্যগীত

পিয়ালার সঙ্গীতে ঝরে রাঙা ঝরণা
মধু-তনু-অঞ্জলী বুক পেতে ধর না—
হৃদয়ের তাল গোনো
কানে কানে কথা শোনো—
অধরের রীতি নীতি
চিনি সখা, খুব চিনি—
অধরকে খুব চিনি।

উজীর খাঁ। দাঁড়াও, দাঁড়াও, আমার একটা কথা মনে পড়েছে। আমরা উদয়নালায় র'য়েছি—দুর্গে—না ?

মুর্ত্তাজা খাঁ। হাসালে দেখ্‌ছি—মাত্রা কিছু বেশী হ'য়েছে—না ?

উজীর খাঁ। আমার যেন কেবলি মনে হ'চ্ছে—শ্বশুরবাড়ী এসেছি।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল

উজীর খাঁ। ঘুলিয়ে যাচ্ছে। শ্বশুরবাড়ী যাবার কথা ছিল—উদয়নালা আসবার হুকুম হ'ল। কোথায় যে এলাম ঠিক বুঝতে পার্‌ছি না—দূর ছাই—

গুরগিন খাঁর প্রবেশ

গুরগিন খাঁ। ঠিক আছে—হাজ ভাল করিয়া ফুর্টি চালাও—কোম্পানী এটদিন বসিয়া হাছে কিছু করিটে পারিল না—কাল হামরা কোম্পানী হাক্রমণ করিব। কাল হইটে লড়াই সুরু হইবে। হাজ ফুর্টিটা শেষ করিয়া ডাও। (মঁসিয়ে জেন্‌টিলের প্রতি) We have to attack to-morrow.

মঁসিয়ে জেন্‌টিল। I know the orders. হামাদের পিক্রস্ টোমায় খুঁজিটেছিল—ইংরেজের খবর হানিয়াছে।

গুরগিন খাঁ। ভাই হইয়া হামার শট্রু হইয়াছে—উহার কথা হামায় বলিবে না।

সৈয়দবান্দা। গুরগিন খাঁ বেশ লোক—কাজের সময় কাজ—কাজ না থাকে স্ফূর্ত্তি কর—সরাব খাও—কোন মানা নেই।

নজাফ খাঁ বলেন, সব সময় তৈয়েরি থাক—লড়াইয়ে এলে স্ফূর্ত্তি নেই—সরাব নেই। আমরা দো-টানায় ভাসছি। যাক, যতক্ষণ গুরগিন খাঁর প্রভুত্ব আছে—সরাব খাও—স্ফূর্ত্তি কর—কুছ্ পরোয়া নেই। এই, দে উল্লুক।

সকলের মদ্যপান

মুর্ত্তাজা খাঁ। নাম নজাফ "খা"—ব'ল্‌বেন সরাব খেও না—তবে নাম নিয়েছেন কেন "খা"! আজ থেকে আমরা ওকে বলব শুধু "নজা—ফ"।

অন্যান্য সেনানায়কগণ। নজা—ফ!—নজা—ফ!

মঁসিয়ে জেন্‌টিল। Nazaf Khan belives in warfare.

গুরগিন খাঁ। The sly fox that he is! হামি ওসব বুঝে না—হামি বুঝে—যে একটি হাঘাত হানিবে—টাহার উট্টরে হামি টাহার খুলিটে ডুইটি হাবাট হানিব। যাহারা হামাদের শক্তি-সামর্থ্য পরীক্ষা করিটে ইচ্ছুক—চেষ্টা করিয়া দেখিটে পারে। হামি বুঝে বণ্ডুক কামান। হামার কামানের ভয়ে ইংরেজ এক মাস ভয়ে "ঠ" হইয়া বসিয়া হাছে। কাল attack করিলে উহারা জাহাজ ভাসাইবে।

গুরগিন খাঁ ও মঁসিয়ে জেন্‌টিলের অন্যদিকে গমন

মুর্ত্তাজা খাঁ এক মাস ব'সে আছি ইংরেজ একটা গুলি ছুড়ল না!

উজীর। আমার বন্দুকটা মরচে পড়ে' গেছে—উঠছে না।

সৈয়দবান্দা। সাহেবদের কথা ভেবে কষ্ট হ'চ্ছে—ওদের কয়েকটা বাইজী পাঠিয়ে দিলে হ'ত।

নেপথ্যে সোরগোল উঠিল

সকলে। ব্যাপার কি?—ব্যাপার কি?—

খানসামা। নজাফ খাঁ ইংরেজ-শিবির লুট ক'রে ফিরলেন।

সকলে। বেঁচে থাক নজাফ খাঁ—নজাফ খাঁ জিন্দাবাদ!!

সৈয়দবান্দা। সরাব এনেছে—সরাব? বিলাতী সরাব!

মুর্ত্তাজা খাঁ। নজাফ খাঁ আন্‌বে সরাব!

সৈয়দবান্দা। কিন্তু নজাফ খাঁর সঙ্গে যারা গিয়েছিল তারাও কি নজাফ খাঁ! তারা কি ক'র্‌ল!

মুর্ত্তাজা খাঁ। নজাফ খাঁ বরবাদ!!

উজীর খাঁ। নজাফ খাঁ বরবাদ!!!

খোজা পিদ্রুসেস প্রবেশ

পিদ্রুস্। লেকেন, খোজা পিড্রুস্ জিন্দাবাড!! কি চিজ্ হামডানী করিয়াছে একবার ডেখিয়ে নিন—

মুর্ত্তাজা খাঁ। চিজ্ তো আমাদের এখানেও আছে। সরাব আছে?—সরাব?

পিদ্রুস্। সরাব ভি হাছে—জেনানা ভি হাছে—টোমার ডিশ্‌

নাচওয়ালী এবার ছুট্টি কর। বিলাটী সরাবের সাঠে বিলাটী নাচওয়ালীর নাচ বহুট্ হাচ্ছা লাগিবে—

আর্ম্মেনিয়ান-নর্ত্তকী নাচ আরম্ভ করিল

ইহার মধ্যে গুরগিন খাঁ আসিল ; সে এক দিকে বসিতেই পিড্রুস্ একটা বোতল ও গ্লাস লইয়া তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল

পিড্রুস্। Hullo Brother !

গুরগিন খাঁ। No, nonsense—please ! War to-morrow !

পিড্রুস্। (গ্লাসে মদ ঢালিতে ঢালিতে) Right you are ; but war with whom ?

গুরগিন খাঁ। The English, of course !

পিড্রুস্। Not with English wine, I suppose ?

গুরগিন খাঁ। (হাসিয়া) Certainly not.

মদ নিয়া খাইতে লাগিল

পিড্রুস্। এট টাকা খাইয়া টুমি ডোনোমনো কেন করিটেছ ?

গুরগিন খাঁ। টাকা দিটেছে—খাইটেছি। কোম্পানীর টাকার জোর কমাইটেছি—ইহার নাম গুরগিন খাঁর লড়াই।

পিড্রুস্। (মদ্য দিয়া) আউর লাখ টাকা ভি ডিটে চায়।

গুরগিন খাঁ। ডেও !

পিড্রুস্। কামের পর ডিবে।

গুরগিন খাঁ। কামভি পরে হইবে!

পিক্রুস্। জগট্‌শেঠ জামিন হাছে। ডেখিয়া লও—

জগৎশেঠের জামিন-নামাটা দিল

গুরগিন খাঁ। এটা হামি রাখিয়া ডিলাম (পকেটে রাখিল) কাজে লাগিবে। ইংরেজের মডটা ভারী কড়া আছে।

পিক্রুস্। ইংরেজের সাঠে কি লড়াই করিবে?—ইংরেজের এক বোটল মডেই কাট্‌ হইলে!

গুরগিন খাঁ। হাঃ হাঃ হাঃ—ডেও!

মদ্য গ্রহণ ও পান

পিক্রুস্। এটডুর হাগু হইয়া টুমি পিছাইয়া যাইবে—ঢর্ম্ম ভি হাছে, ঈশ্বর ভি হাছে!

গুরগিন খাঁ। ডেখো ভাই, নবাবের নিমক খাইটেছি।

পিক্রুস্। কোম্পানীর মড খাইটেছ! কোনটী ডামী হাছে?

গুরগিন খাঁ। ডেখ ভাই! নবাব ভারী বিশ্‌ওয়াস কোরে।

পিক্রুস্। বিশ্‌ওয়াস করে টো উদ্ধার হইয়া গেলে। এটকাল যে নবাবের নকরি করিলে, টলব ছাড়া আর কি মিলিল? আর এখন ডেখ—মনিবেগম কেমন মনি ছড়াইটেছে—গুরগিন বলিয়া মনি বেগম হজ্ঞান হাছে!

গুরগিন খাঁ। (মদ্যপান করিয়া) মনিবেগম হামাকে বহুট্‌ খাটির

কোরে। মুর্শিডাবাডে ও যখন নাচনেওয়ালি ছিল, উহাকে জানিটাম! হাজি ভি মনে রাখিয়াছে?

পিত্রুস্। টবে হাসল বাট্‌টা টুমি কি বুঝিলে? (মদ্য দান) হীরার এই হাংটিটা পর—মনি বেগম টোমাকে ডিয়াছে। (আংটিটা গুরগিনের হাতে পরাইয়া দিল) ডেখ, কেমন মানাইয়াছে—ঢেমন ঝক্-মক্ ঝক্-মক্ করিটেছে!

গুরগিন খাঁ। মনি বেগম ডিয়াছে?—কি বলিয়াছে?

পিত্রুস্। কোম্পানী ডুর্গে ঢুকিবে; টুমি গোলণ্ডাজ-সৈন্য হাটে রাখিবে—লড়াই করিবে না।

গুরগিন খাঁ। ডেখো ভাই, মন করিলে হামি এখনো নবাবটাকে খাড়া রাখিটে পারে।

পিত্রুস্। মনি বেগমের আংটি হাটে পরিয়া আর টাহা পারে না!

গুরগিন খাঁ। মনি বেগমকে হামি জানিটাম—নাচনেওয়ালি ছিল, বেগম হইয়া গেল—

পিত্রুস্। গজ মাপিয়া কাপড় বেচিটে—গুরগিন খাঁ হইয়া গেলে! ও বেগম হইয়াছে—টুমিও নবাব হইটে পার। হাঁ, মনি বেগম বলিয়াছে—হাঁ, হামি ভি বলিটেছে!

গুরগিন খাঁ। নবাবটা হামার মুখের ডিকে চাহিয়া আছে।

পিত্রুস্। ঐ এক কঠা টুমি জানো!

গুরগিন খাঁ। ডেশটা ডুবিয়া যাইবে!

পিত্রুস্। টাহাটে হামাডের কি আছে? হামরা আর্ম্মেনিয়ান

হাছে ! বাঙালী হইয়া যডি বাংলা না রাখিটে পারে, হামরা রাখিয়া ডিব ! এ কেমন কঠা হাছে ?

গুরগিন খাঁ। হামার মাথাটা গুলাইয়া যাইটেছে—ইংরেজের মড ভারি কড়া হাছে !

মন্ত পান করিতে লাগিল। পিদ্রুস্ আর্ম্মেনী-নাচওয়ালিদের ইঙ্গিতে ডাকিল। নাচিতে নাচিতে তাহারা আগাইয়া আসিল—সেনানায়কগণ তাহাদের পিছু পিছু টলিতে টলিতে আসিতে লাগিল

উজীর খাঁর প্রবেশ

খাঁ। শ্বশুরবাড়ী না হ'য়ে যায় না ! সবই মিলে যাচ্ছে—কেবল মিলছে না শ্বশুর—শাশুড়ী আর—

সকলে। আর ?

উজীর খাঁ। আমার গফুরের মা !

সকলে হাসিয়া উঠিল

গুরগিন খাঁ। মন হইলে হামি কি না পারে—সব পারে !

পিদ্রুস্ একটি আর্ম্মানী-নর্ত্তকীকে ইঙ্গিত করিল। পান-পাত্র তাহার হাতে দিল। নর্ত্তকী সে পান-পাত্র গুরগিনের সামনে ধরিল

গুরগিন খাঁ। (সেই নর্ত্তকীকে) এই, জানো ? রাজাকে আমি উজী—র করিটে পারে—উজীরকে ফকির করিটে পারে—ফকিরকে রা—জা করিটে পারে।

পিক্রুস্। নিজে রাজা হইটে পার না—

গুরগিন খাঁ। পারি—সেভি পারি।—(মদ্যপান ; হঠাৎ পিক্রুসের প্রতি বজ্রকণ্ঠে) এই উল্লুক! মডে টুই নিমক ডিয়াছিস্?

পিক্রুস্। নি—মক্!

গুরগিন খাঁ। নিমক হামার গলায় বাঢিটেছে। নবাবের নি—মক্! নবাবের নি—মক্!—

পিক্রুস্। (মদ্য দিয়া) হার এক ডফে টানিলেই নামিয়া যাইবে!

গুরগিন খাঁ। (পিক্রুসের চোখে-চোখে চাহিয়া মদ্য-পাত্র হাতে নিল। হঠাৎ তাহা পান করিয়া ফেলিল)

পিক্রুস্। নামিয়া গিয়াছে?

গুরগিন খাঁ। গিয়াছে। আ!—নবাবের নিমক নামিয়া গেল, নবাবের নিমক নামিয়া গেল!

অভিভূতের মতো বসিয়া পড়িল

পিক্রুস্। (উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ করিয়া) কি রকম ফুর্টি টোমরা করিটেছ—কেহ জানিটেছে না। কোম্পানীর লোকেরা ভাবিটেছে, টোমরা নাকে টৈল ডিয়া ঘুমাইটেছে। Shame! একটা টোপ ডাগিয়া ডাও—উহারা জানিয়া লউক, টোমরা সরাব খাইটেছে!—বিবিরা নাচিটেছে!—হামার ভাই হার হামি গলাগলি ধরিয়া বসিয়া হাছে! বিশ্‌ওয়াস না হয় ডেখিয়া যাক।

গুরগিন বাদে সকলে। তোপ দাগো! তোপ দাগো!

গুরগিন খাঁ। No! No! That must be a signal—They will come! টাহারা এখনি চলিয়া হাসিবে!

পিড্রুস্। হাঃ হাঃ হাঃ—হামার ভাই খোয়াব ডেখিটেছে! টোপ ডাগো! টোপ ডাগো! নাচো—গাও—ফুর্টি চালাও। টোপ ডাগিবার ব্যবস্থা করিটে হামি নিজে যাইটেছে।

প্রস্থান

গুরগিন খাঁ। Wait! Rather wait! পিড্রুস্! পিড্রুস্!

কিন্তু একটী আর্ম্মানী-নর্ত্তকী নাচিবার ছলে
তাহার পথরোধ করিল

গুরগিন খাঁ। Hopeless! Hopeless!

নেপথ্যে তোপধ্বনি—নৃত্য-গীত থামিয়া গেল

গুরগিন খাঁ ছুটিয়া যাইতেছিল—আর্ম্মানী-নর্ত্তকী তাহাকে
ধরিয়া বসাইল ও ঘন ঘন তাহাকে
মদ জোগাইতে লাগিল

গুরগিন খাঁ। গেল! সব গেল! টোমরা সবাই মিলিয়া হামাকে ডুষমণ করিলে! কর! (মদ্যপান)

ছুটিয়া নজাফখাঁর প্রবেশ

নজাফ খাঁ। তোপধ্বনি!—কে এ তোপধ্বনি ক'র্‌ল!—কেন এই তোপধ্বনি!······

নেপথ্যে ইংরেজের তোপধ্বনি—চীৎকার!—গোলমাল।—

"কোম্পানীর ফৌজ!"

"কোম্পানীর ফৌজ!"

"কোম্পানীর ফৌজ!"

নজাফ খাঁ। কোম্পানীর ফৌজ! গুরগিন খাঁ! গুরগিন খাঁ! কোম্পানীর ফৌজ আক্রমণ ক'রেছে। কিন্তু পথ দেখাল কে? পথ দেখাল কে! কে সেই বেইমান! (গুরগিনকে ধাক্কা দিয়া) গুরগিন! গুরগিন!

গুরগিণ খাঁ। টুমি কে হাছে? মনি বেগম! হামি ঠিক হাছে······ হামি ঠিক হাছে······টুমি হামাকে হাংটি দিয়াছে······হারো লাখো টাকা ডেবে—জগট্‌শেঠ জামিন হাছে।

জামিন-নামাখানা বাহির করিল

নজাফ খাঁ। (জামিন-নামা কাড়িয়া লইয়া দেখিয়াই) লাখ টাকায় তুমি আমাদের সাতকোটী হিন্দু মুসলমানের সোনার বাঙলার স্বাধীনতা বিক্রী ক'রেছ! বেইমান! বিশ্বাসঘাতক—(গুলি করিল) নবাব, নবাব, উদয়নালা হ'ল আমাদের দ্বিতীয় পলাশী—

ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল ; চতুষ্পার্শ্ব হইতে বিউগিল্ ও গুলির আওয়াজ আরম্ভ হইল

গুরগিন খাঁ। বিশ্বাসঘাটক! বেইমান! না—না—হামি বেইমান হোবে না! বিশ্বাসঘাটক হোবে না, নবাব হামার মুখের ডিকে চাহিয়া হাছে—ডেশটা ডুবিয়া যাইবে। না—না—না! বেইমান হামি হোবে না।

ইংরেজ-সৈন্য দেওয়াল টপকাইয়া ঢুকিয়া পড়িতে দেখিয়া

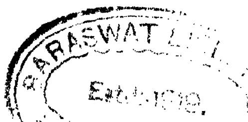
Fall in! Fire! Fire! Fire!

ইংরেজ সৈন্যকে গুলি করিতে লাগল

য়্যাডাম্‌স্। Fire!

ইংরেজ সৈন্য গুরগিন খাঁকে গুলি করিয়া অন্যত্র ছুটিল

গুরগিন খাঁ। নবাব! নবাব! হামি বেইমান ছিলাম না—এ টোমার ডেশের মাটির ডোষ! এ টোমার ডেশের মাটীর ডোষ! হামি কি করিবে! হামি কি করিবে! (মৃত্যু)



চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মুঙ্গের দুর্গ-প্রাসাদ

ফতেমা বেগম

গান

মন কাঁদিয়ে কেবল কাঁদে রক্তমাখা লাল-পলাশী
সেই সিরাজের লাল-পলাশী
অন্ধকারে আজও সেথায় মৃত্যু-রাখাল বাজায় বাঁশী
বাজায় ভাঙা-হাড়ের বাঁশী
প্রভাত-আলোর ছদ্মবেশে রাত্রি সেথায় নিত্য এসে
তন্দ্রা-তানে ছন্দ তোলে শুনছে যত কবর-বাসী
জ্যান্ত যত কবর-বাসী।
সোনার পুরে উড়ছে ধুলো,
জ্বলছে ধু ধু শ্মশান-চুলো,
কঙ্কালে কে জীবন দেবে
অশ্রু জলে দুলিয়ে হাসি—
দৃপ্ত প্রাণের মুক্ত হাসি॥

মীরকাশিমের প্রবেশ

মীরকাশিম। বেগম! বেগম! আজ আনন্দের দিন! উৎসবের দিন! আজ তোমার কণ্ঠে এ করুণ সঙ্গীত কেন?

ফতেমা। এ গান আমি গাইতে চাইনি জনাব! অথচ এই গানই কেন জানি না—আমার কণ্ঠে আসছে!

মীরকাশিম। আমি জানি—আমি জানি—কেন আসে এই গান! কিন্তু এ গান আজ আমরা গাইব না। আজ গাইতে হবে আনন্দের গান—উৎসবের গান।

নেপথ্যে জয়বাদ্য বাজিয়া উঠিল

ফতেমা। জয়-বাদ্য বাজছে! উদয়নালায় তবে আমাদের জয় হ'য়েছে! প্রভু! স্বামী! ঈশ্বর!

মীরকাশিম। জয়ের সংবাদে নয় প্রিয়া! জয়ের আশাতে আমারি আদেশে বাজছে জয়-বাদ্য!

ফতেমা। আশা!......

মীরকাশিম। হ্যাঁ, আশা! মানুষের পক্ষে যা সম্ভব উদয়নালায় আমি তা ক'রেছি। দুর্ভেদ্য দুর্গ—অগণিত সৈন্য—অপর্য্যাপ্ত অস্ত্র-শস্ত্র—পক্ষান্তরে মুষ্টিমেয় সৈন্য!

ফতেমা। পলাশীতেও তাই ছিল জনাব!

মীরকাশিম। ঠিক ব'লেছ ফতেমা, পলাশীতেও তাই ছিল। সিরাজের পরাজয় ছিল অসম্ভব—জয় ছিল অনিবার্য্য—অথচ

পরাজয়ই হ'ল !—আমাদের বেইমানিতে অসম্ভবও হ'ল সম্ভব ! আজও যদি পরাজয় হয়—একমাত্র বেইমানিতেই হবে।

ফতেমা। কিন্তু দেশের কি আজও শিক্ষা হয়নি? পলাশীর পরাজয়ের পর সুদীর্ঘ ছয়টি বৎসর কেটে গেছে—সে পরাজয়ের মর্ম্ম দেশবাসী আজো কি হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করেনি?

মীরকাশিম। না, করেনি। তা যদি ক'রত তবে আবার তারা আমার বিরুদ্ধে কোম্পানীকে সাহায্য ক'রছে কেন?

ফতেমা। তারা কি জানে না, কোম্পানীর সঙ্গে তোমার বিরোধ শুধু দেশের জন্য, দেশবাসীর জন্য ?

মীরকাশিম। তারা জেনেও কিছু জানে না—বুঝে কিছু বোঝে না; তারা জানে শুধু তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থ;—দেশের বাণিজ্য যাক–শিল্প যাক—তাদের নিজ নিজ স্বার্থ-রক্ষা হ'লেই তারা সুখী; তারা দেশ বোঝে না—দেশ চায় না। বেইমান—স্বার্থপর !

ফতেমা। এই বেইমানদের কি শেষ নেই ! এদের কি ধ্বংস নেই ?

মীরকাশিম। সেই উদ্দেশ্যেই আজ আমার এই উৎসব। আজ প্রভাতে নবাব-সৈন্য ইংরেজকে আক্রমণ ক'রবে আদেশ দিয়েছি। প্রতি মুহূর্ত্তে আমি জয়বার্ত্তা প্রতীক্ষা ক'রছি। শুধু তাই নয়—জয়োৎসবের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত ক'রেছি। বেইমানরা মুখে আমার জয়ধ্বনিও ক'রছে—কিন্তু অন্তরালে আমার

পরাজয়ের আয়োজন ক'র্‌ছে! আজ তাদেরি জন্য আমার এই উৎসব! কাল প্রাসাদে আমি আত্মগোপন ক'রে থেকে রটনা ক'রে দিয়েছিলাম ঃ আমি উদয়নালা দুর্গ পরিদর্শন ক'র্‌তে গিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে ঐ জগৎশেঠ, ঐ রায়দুর্লভ, ঐ রাজবল্লভ—নিশ্চিন্ত মনে ইংরেজ-শিবিরে গিয়ে উপস্থিত! আজ প্রত্যূষে অতি গোপনে তারা মুঙ্গেরে প্রত্যাবর্ত্তন ক'রেছে। তাদের প্রত্যেককে আমি নিমন্ত্রণ ক'রেছি আমার এই উৎসবে! আজ যদি উদয়নালায় আমাদের পরাজয় হয়—তা'হলে এইখানেই বাংলার এই সেরা বেইমানদের—ধ্বংস ক'রে—আমরা আলিঙ্গন ক'র্‌ব মৃত্যু·· হয় স্বাধীনতা, নয় মৃত্যু!··· ··

ফতেমা। মৃত্যুতে তো প্রায়শ্চিত্ত হবে না 'প্রিয়তম,! পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত' তোমার প্রতিজ্ঞা। আমাদেরই পাপে যদি স্বাধীনতা যায়—আমাদের গ্রহণ ক'র্‌তে হবে পরাধীনতা দূর ক'র্‌বার সাধনা—মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত সেই হবে আমাদের সাধনা—সেই হবে আমাদের 'পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত।'—যদি পার সে-সাধনা গ্রহণ ক'র্‌বার পূর্ব্বে নির্ম্মূল কর বেইমানদের—নির্ম্মূল কর বাংলার মীরজাফরদের—

মীরকাশিম। ঐ তারা আসছে—তুমি অন্তরালে অবস্থান কর; স্বাধীনতা রক্ষার সাধনা যদি ব্যর্থ হয়—পরাধীনতা দূর ক'র্‌বার সাধনা নিয়েই যাব ভারতের গ্রামে গ্রামে—ঘরে ঘরে,—কিন্তু

স্বাধীন দেশের চেয়ে পরাধীন দেশে যারা হবে ভীষণতর দুষমন---স্বাধীনতার এই সমাধিতে সেই বেইমানদের ধ্বংস ক'রে তবে আমরা যাব।

ফতেমার প্রস্থান

উৎসব-বাদ্য বাজিয়া উঠিল—জগৎশেঠ প্রভৃতি আমীর ওমরাহগণ প্রবেশ করিলেন। মীরকাশিম হর্ষোৎফুল্ল আননে তাঁহাদের সহিত অভিনন্দন-বিনিময় করিলেন

রায়দুর্লভ। জনাব! হঠাৎ এই উৎসব?

মীরকাশিম। বলুন তো কেন?

জগৎশেঠ। নিশ্চয়ই আমাদের জয় হ'য়েছে। উদয়নালায় ইংরেজদের আমরা বোধ হয় সবংশে নিধন ক'রেছি!

রাজবল্লভ। মীরজাফরকে বধ করা হ'য়েছে তো?

মীরকাশিম। হাঃ হাঃ হাঃ—আপনি কি বলেন, মীর্জ্জাইরাজ খাঁ?

মীর্জ্জাইরাজ খাঁ। যদি তাকে বধ করা না হ'য়ে থাকে, ঐ আদেশটি আমায় দিন্, জনাব। কাটোয়া আর গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হ'য়ে, উদয়নালায় তার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলাম, জনাব আমায় সে সুযোগ দেন নি—আমার জীবনে যে কি জ্বালা, তা কি ব'ল্‌ব, জনাব!

মীরকাশিম। শান্ত হন—শান্ত হন। আপনি কি বলেন, সৈয়দমহম্মদ খাঁ?

সৈয়দমহম্মদ খাঁ। উদয়নালায় আমাদের জয় না হ'য়ে যায় কোথায়! তকী খাঁ জীবিত থাক্‌লে, অবশ্য, আমার সন্দেহ ছিল। ঐ কাটোয়াতেই আমি ইংরেজের নাম পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতাম, পারলাম না শুধু তকী খাঁর—হঠকারিতায়। যত বলি, সব ইংরেজ আসুক, এক সঙ্গে মারব—শুনল না! যাক্—দু' একটা ইংরেজ বেঁচেছে, না সবংশে?

রায়দুর্লভ। মীরজাফরের কী হ'য়েছে? বধ করা হ'য়েছে তো? শত্রুর শেষ রাখতে নেই—শত্রুর শেষ রাখতে নেই!

মীরকাশিম। উদয়নালায় ইংরেজবাহিনী সম্পূর্ণ-রূপে ধ্বংস—মনিবেগম বন্দিনী—মীরজাফর বধ……

নবাবের প্রতি কথায় জগৎশেঠদের মুখ-চোখের পরিবর্তিত ভাব দেখিয়া নবাব কৌতুক অনুভব করিতে লাগিলেন

মীরকাশিম। (ক্ষণেক থামিয়া ইহাদের অনুচ্চারিত আর্তনাদ উপভোগ করিবার পরে বলিলেন) এই শুভ সংবাদ—পাবো এই আশায়—আজ এই উৎসব!…উৎসব! উৎসব!

জগৎশেঠের মুখ-চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল

সকলে। নিশ্চয়! নিশ্চয়!

মীরকাশিম। আজ প্রভাতে যুদ্ধ সুরু হ'য়েছে। এখনো জয়বার্ত্তা আসছে না কেন শেঠজি?

জগৎশেঠ। না এলেও এল ব'লে!

রায়দুর্লভ। ধ'রে নিন—এসেছে।

রাজবল্লভ। তা নয় তো কি!

সৈয়দমহম্মদ। তকী খাঁ যদি বেঁচে থাকতো আমার সন্দেহ ছিল।

মীর্জ্জাইরাজ খাঁ। মীরজাফর খাঁ যদি বধ না হ'য়ে থাকে, তাকে গুলি ক'র্‌বার ভারটা আমায় দিন জনাব!

মীরকাশিম। আমার মনে হ'চ্ছে, কী কাজ এই অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে। সন্ধি ক'র্‌লে কেমন হয়?—

সকলে। তা—তা—

সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল

মীরকাশিম। (জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ ও রাজবল্লভকে) আপনারা নৌকা-যোগে উদয়নালায় ইংরেজ শিবিরে—

তিনজনেই চম্‌কে' উঠলেন

একবার যাবেন?

ইহাঁরা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল

জগৎশেঠ। না জনাব! কোন আবশ্যক নেই।

রায়দুর্লভ। ইংরেজ-শিবিরে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে যাওয়ার অপমানের চেয়ে, আমাদের—আর যে-কোন শাস্তি দিতে চান, দিন।

রাজবল্লভ। সেখানে মীরজাফর র'য়েছে। সে আমার মুখের দিকে চেয়ে যে-হাসি হাসবে তা সইতে পারব না জনাব!

মির্জ্জাইরাজ খাঁ। দেশটাকে ডোবাতে পারব না জনাব।

জগৎশেঠ। এ যুদ্ধে আমাদের জয় অনিবার্য্য। গুরগিন খাঁ র'য়েছে—মঁসিয়ে জেন্‌টিল র'য়েছে—ইংরেজ যাবে কোথায়?

মীরকাশিম। বেশ! তবে সকলে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করুন, উৎসব আরম্ভ হোক!

নেপথ্যে যন্ত্রধ্বনি আরম্ভ হইল

সমরুর প্রবেশ

সমরু। নবাব—জরুরি খবর হাছে—

মীরকাশিম। কি সংবাদ সমরু?······

সমরু। হামি যটবার কহিটেছে, ডুষমণডের শেষ করিয়া ডি—নবাব কান দিটেছেন না—এবার টাহাদের কাণ্ড ডেখুন।

জগৎশেঠ প্রভৃতি চম্‌কাইয়া উঠিল; তাহাদের পরম উদ্বেগ

মীরকাশিম। তুমি কাদের কথা ব'ল্‌ছ সমরু!

সমরু। মুঙ্গেরের ইংরেজ-লোক।

মীরকাশিম। তারা তো নজরবন্দী র'য়েছে।

সমরু। চাকর খানসামাডের ডিয়া টাহারা গোলা-গুলি-বণ্ডুক জোগাড় করিটেছে—ঘুষ ডিয়া পাহারাদের হাট করিয়াছে—

মীরকাশিম। হুঁ! এখানেও উৎকোচ! উদয়নালার সংবাদ কিছু পেয়েছ সমরু?

সমরু। না জনাব!

মীরকাশিম। তা হ'লে—আমাদের আরও কিছুকাল অপেক্ষা ক'র্‌তে হবে। এখানকার সব প্রস্তুত ?

সমরু। সবই টৈয়ার জনাব।

মীরকাশিম। তুমি আমার আদেশের অপেক্ষায় থাক।

সমরুর প্রস্থান

নবাব রাজা রাজবল্লভের নিকট অগ্রসর হইলেন
রাজা রাজবল্লভ চঞ্চল হইয়া উঠিলেন

রাজবল্লভ। মনে কেন যেন একটা অশস্তি অনুভব ক'র্‌ছি।

মীরকাশিম। রাজাসাহেব, দেশপ্রেম সবে আপনার বুকে সাড়া দিয়েছে। তাই ঐ বুকে আজ দ্রুত-স্পন্দন, দুরু দুরু কম্পন।

জগৎশেঠ। উদয়নালার খবর এখনো আসেনি জনাব ?

মীরকাশিম। উদয়নালার খবরের অপেক্ষাই ক'র্‌চি শেঠজি! কি খবর আসবে বলুন তো ?

জগৎশেঠ। আপনার বিজয়-বার্ত্তা ?

মীরকাশিম। তা হ'লে আজ সারারাত এই গঙ্গার বুকে চ'ল্‌বে আমাদের নৌ-বিহার।

রায়দুর্লভ। কি প্রবল স্রোত এখানকার গঙ্গায়!……

মীরকাশিম। গা যখন ভাসিয়েই দিয়েছি, তখন স্রোতে আর ভয় কি রাজা সাহেব!

রাজবল্লভ। বুরুজের নীচে…গঙ্গা গর্ভে • প্রকাণ্ড একটা ঘূর্ণি—

মীরকাশিম। রাজা রাজবল্লভ! বুরুজে দাঁড়িয়ে ঘূর্ণি দেখে' শিউড়ে' উঠলেন! আর আমি কতবার দেখেছি আরোহী-সমেত কত নৌকা ঐ ঘূর্ণির বেইমানিতে পড়ে' অতলে তলিয়ে গেছে।......উদয়নালায় যদি পরাজয় হয়—

রাজবল্লভ। তা হ'লে কি জনাব?

মীরকাশিম। বলুন তো রাজা রাজবল্লভ, বলুন তো শেঠজি, বলুন তো রাজা রায়দুর্লভ, উদয়নালায় পরাজয় হ'লে আমরা কি ক'র্‌বো? (সকলে চুপ করিয়া রহিল) কেউ ব'লতে পারছেন না! উদয়নালায় পরাজয় হ'লেও আমরা নৌবিহার ক'র্‌বো—

জগৎশেঠ। কিন্তু বুরুজের নীচেকার গঙ্গায় ওই ঘূর্ণি—?

মীরকাশিম। উৎসবে যখন মন মেতে উঠবে৷ তখন গঙ্গার জলের ঐ ঘূর্ণির ভয়ে কে তীরে ব'সে থাকবে? উৎসব! উৎসব! আবার সুরু হোক—নাচের উৎসব, গানের উ ৎ স ব!......

নেপথ্যে আসন্ন ধ্বংসের আগমনী বাদ্য যেন বাজিতে লাগিল

রাজবল্লভ। জনাব! জনাব!

মীরকাশিম তাহার কাছে আগাইয়া গেলেন

মীরকাশিম। একি! রাজা রাজবল্লভ! আপনার কপালে ঘাম কেন?

রাজবল্লভ। ওই বাজনা বন্ধ ক'রতে আদেশ দিন, জনাব। আমি উৎসব সইতে পারছি না।

রায়দুর্লভ। জনাব, উদয়নালায় সংবাদের জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে র'য়েছি! উৎসব আমাদের ভালো লাগছে না—উৎসব বন্ধ করুন জনাব!—

মীরকাশিম। আপনারা ব'ল্‌ছেন কি রাজা? উদয়নালার বিজয়-বার্ত্তা আমি যেন স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্ছি। তাই তো আমার মন আজ উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে। আপনারা মিছে চঞ্চল হবেন না। উৎসব! উৎসব! হাঃ হাঃ হাঃ আজ নিশ্চিন্ত উৎসব······

অন্য দিকে চলিয়া গেলেন

রায়দুর্লভ। (মীরকাশিমকে দেখাইয়া) মাথা খারাপ হ'য়ে গেল নাকি!

রাজবল্লভ। আমার ভয় হ'চ্ছে রায়দুর্লভ। ওর ওই হাসি, ওর ওই পরিহাস—আমার ভাল লাগছে না; মনে হ'চ্ছে, ওর মনের কোণে যেন রয়েছে কোন গূঢ় অভিসন্ধি।

জগৎশেঠ। রাজা রাজবল্লভ, রাজা রায়দুর্লভ দীর্ঘকাল আমরা এক সঙ্গে র'য়েছি, বন্ধুত্ব আমাদের আজও অটুট। যদি বিপদ কিছু হয়, আমাকে ত্যাগ ক'রবেন না—

মির্জ্জাইরাজ। ঐ আবার আসছে এই দিকে!

মীরকাশিম। হাঁ, আপনাদেরও জিজ্ঞাসা করি—আপনারা বলুন তো! বলুন তো, উদয়নালায় যদি আমাদের পরাজয় হয়, তাহ'লে আমরা কি ক'র্‌ব!

সকলে মহাবিপদে পড়িলেন। মীরকাশিম তাহাদের উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিয়া কহিলেন

ব'ল্‌তে পারছেন না? ব'ল্‌তে পারছেন না? তা হ'লেও আমরা উৎসব ক'র্‌ব—।

জগৎশেঠ। তা হ'লেও আমরা উৎসব ক'র্‌ব?

মীরকাশিম। হাঁ শেঠজি! গঙ্গায় নৌ-বিহার! ওই দূরে চেয়ে দেখুন—ঐ দূরে, একখানা কালো মেঘ! ঐ মেঘ বড় হ'য়ে সারা আকাশ ছেয়ে ফেলবে; ঐ মেঘের রূপ দেখে গঙ্গা ফুলে' ফুলে' উঠবে; সেই রূপ দেখে মেঘ গলে' যাবে, জল হবে, ঝড় হবে। সেই জলে ঝড়ে, ফুলে ওঠা গঙ্গার বুকে, আঁধারে, নিকষ কালো আঁধারে আজ হবে—নৌ-বিহার! জীবনের পরম উৎসব—! চরম উৎসব! হাঃ—হাঃ—হাঃ—

সকলে। জনাব! জনাব!

নজাফ খাঁ প্রবেশ করিলেন

নজাফ খাঁ। জনাব! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে! আমাদের শেষ প্রয়াসও—

মীরকাশিম আড়ষ্ট হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন; তাহার পর কহিলেন

মীরকাশিম। শেষ প্রয়াসও ব্যর্থ হ'য়েছে ?

নজাফ খাঁ। গুরগিন খাঁ বেইমানি ক'রে উদয়নালা ইংরেজের হাতে তুলে' দিয়েছে।

মীরকাশিম। গুরগিন ! অবশেষে গুরগিন !—

নজাফ খাঁ। লক্ষটাকার বিনিময়ে !

মীরকাশিম। মাত্র লক্ষ টাকার বিনিময়ে !

নজাফ খাঁ। এই শেঠজিই সেই টাকার জামীন।

জামিননামা দেখাইল

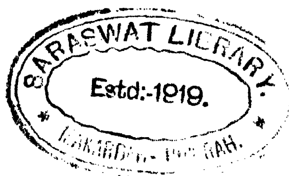
মীরকাশিম। শেঠজি···

জগৎশেঠ। জনাব ! জনাব—!

রাজা রাজবল্লভ }
রায়দুর্লভ } জনাব, আমরা এর কিছুই জানি না···

মীরকাশিম। না, না, আপনারা কিছুই জানেন না···ঐ···ঐ মেঘে-মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে, ঐ শুনুন তার ডমরু-ধ্বনি, প্রস্তুত হোন, আপনারা উৎসবের জন্য প্রস্তুত হোন, অন্ধকারে গঙ্গার বুকে নৌ-বিহার ! প্রস্তুত হোন, আপনারা প্রস্তুত হোন···সমরু···সমরু···হাঃ—হাঃ—হাঃ—

বিদ্যুৎ, ডমরু, প্রলয়বাদ্য, নবাবের অট্টহাস্য। সদলবলে সমরু আসিয়া বেইমানদের বধ করিল। নবাবের অট্টহাস্যের মধ্যে যবনিকা পড়িল



পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিল্লী জুম্মা মসজিদ

সুবিস্তীর্ণ সোপান শ্রেণীর নিম্নস্থ প্রাঙ্গণ

ফতিমাবেগম ও নজাফ খাঁর প্রবেশ

ফতেমা। পেলে?

নজাফ খাঁ। না মা!

ফতেমা। এখানেও নেই—

নজাফ খাঁ। তাহ'লে গেলেন কোথায়!

ফতেমা। বাদশার সঙ্গে কিছুতেই দেখা ক'র্‌তে না দেওয়ায় আজ এখানে যখন বাদশা নামাজ পড়তে আস্‌বেন তখন পথে দাঁড়িয়ে থাকবেন আমায় ব'লেছিলেন।

নজাফ খাঁ। আমায়ও তা ব'লেছিলেন। আমি তখনি নিষেধ ক'রেছিলাম।

ফতেমা। আমিও নিষেধ ক'রেছিলাম। চারদিকে শত্রু! চারদিকে কোম্পানীর গুপ্তচর!

নজাফ খাঁ। 'ধরিয়ে দিলে লক্ষ টাকা—' কোম্পানীর সেই ইস্তাহার দেখ্‌লাম এখানেও বিলি হ'য়েছে।

ফতেমা। আমাদের দিল্লীতে আসা একেবারেই উচিত হয় নি।

নজাফ খাঁ। বাদশার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বার জন্ম ক্ষেপে উঠেছেন, আমার এখন মনে হ'চ্ছে বাদশাই ওকে ধরিয়ে দেবেন।

ফতেমা। বলেন, বাদশা ওর দোস্ত—

নজাফ খাঁ। চুপ! মনে হ'চ্ছে কেউ কেউ আমাদের লক্ষ্য ক'র্‌ছে। আমরা ওদিকটা দেখে আসি—

ফতেমা সহ প্রস্থান

উজীর মাজাদউদ্দৌল্যা ও কর্ণেল কামিংসের চর আতাউল্যা খাঁর প্রবেশ। তাহারা একধারে সরিয়া আসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন

আতাউল্যা। আর কতক্ষণ এখানে বিলম্ব হবে জনাব?

মাজাদউদ্দৌল্যা। নামাজের পরই যাব।

আতাউল্যা। কিন্তু আমার যে দেরী হ'য়ে যাচ্ছে। কর্ণেল কামিংস চটে' যাবেন। আপনার উত্তর নিয়ে আমার আজই সন্ধ্যায় ফিরবার কথা।

মাজাদউদ্দৌল্যা। এত ব্যস্ত কেন?

আতাউল্যা। উদয়নালা যুদ্ধের পর আজ কত বৎসর পার হ'য়ে গেল—আজো ইংরেজ মীরকাশিমকে ধ'র্‌তে পারল না—মুঙ্গেরে

পাটনায় ইংরেজ-হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারল না—বিলেতের সাহেবরা পর্য্যন্ত ক্ষেপে উঠেছেন !

শাজাদউদ্দৌল্যা। ক্ষেপে উঠেই বা ক'র্ছেন কি ! আমি চিঠি দিয়েছিলাম বলেই না আজ তাঁরা জানতে পেরেছেন মীরকাশিম এখানে !

আতাউল্যা। তাঁরা আপনারই ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রে র'য়েছেন।

শাজাদউদ্দৌল্যা। আমার ওপর নির্ভর ক'রে র'য়েছেন ব'লবেন না। তাঁরা বাদশার ওপর নির্ভর ক'রেছেন বলুন। তাঁর কাছে পর পর দু'খানা আর্জি পেশ ক'রেছেন।

আতাউল্যা। মীরকাশিম বাদশার প্রাপ্য সুবে-বাংলার রাজস্ব নিয়ে পালিয়েছে, বাদশা তাকে ধরুন—অপহৃত রাজস্ব উদ্ধার করুন।—

শাজাদউদ্দৌল্যা। বাদশা কি বলেন জানেন ?

আতাউল্যা। কি ?

শাজাদউদ্দৌল্যা। বাদশা বলেন তিনি যখন পাটনায় অর্থহীন হ'য়ে প'ড়েছিলেন, তখন মীরকাশিম তাকে বহু অর্থ দিয়ে সাহায্য ক'রেছিল। জীবনে তার ঋণ শোধ ক'র্তে পারবেন না—

আতাউল্যা। কোম্পানী বলে, বাদশা যদি কোন প্রকারে মীরকাশিমকে বন্দী ক'রে ইংরেজ-করে সমর্পণ করেন ইংরেজ জাতি তাঁর কাছে চিরবাধিত থাকবে।

মাজাদউদ্দৌল্যা। এর উত্তরে বাদশার কি উত্তর শুনবেন?

আতাউল্যা। কি জনাব?

মাজাদউদ্দৌল্যা। মীরকাশিম বাদশার স্বজাতি—স্বধর্ম্মী। বিদেশী বিধর্ম্মীর হাতে তাকে ধরিয়ে দেবেন এমন নরাধম বাদশা নন!

আতাউল্যা। কিন্তু এতে ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণ করা হ'চ্ছে না কি?

মাজাদউদ্দৌল্যা। উদয়নালায় হেরে গিয়ে মীরকাশিম যখন অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌল্যার আশ্রয়ে ছিল—ইংরেজরা ঠিক এইরূপ আর্জিই সুজাউদ্দৌল্যার নিকটও পেশ ক'রেছিল। কিন্তু সুজাউদ্দৌল্যা কি ক'র্‌ল!

আতাউল্যা। মীরকাশিমের ধনরত্ন লুট ক'রে নিয়ে মীরকাশিমকে তাড়িয়ে দিল।

মাজাদউদ্দৌল্যা। কিন্তু ইংরেজের হাতে ধরিয়ে দেয় নি তো। এর কারণ আর কিছুই নয়, মীরকাশিম সুজাউদ্দৌল্যার স্বধর্ম্মী। মীরকাশিম যদি একবার কোনমতে বাদশার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে পারে—বাদশা তাকে আশ্রয় দেবেন—ইংরেজের হাতে কিছুতেই সমর্পণ ক'র্‌বেন না—ইংরেজের শত্রুতার ভয়েও না!

আতাউল্যা। তাহ'লে উপায়? আপনি জানিয়েছেন মীরকাশিম দিল্লীতেই র'য়েছে!

মাজাদউদ্দৌল্যা। হ্যাঁ। দিল্লীতেই সে এসেছে। এসেই বাদশার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌বার জন্য আমার শরণাপন্ন হয়—কিন্তু

আমি তাকে সাক্ষাৎ ক'রতে দিই নি—বাদশাকে জানতেও দিই নি যে সে এসেছে।

আতাউল্যা। আপনি নায়েব উজীর ব'লেই এটুকু সম্ভব হ'য়েছে! দয়া ক'রে এইবার ওকে ধরিয়ে দিন—

মাজাদউদ্দৌল্যা। কাজটা যত সোজা মনে ক'রছেন, তা নয়।

আতাউল্যা। আমরা সংবাদ পেয়েছি ওর সঙ্গে যে তিন হাজার লোক কয়েকমাস আগেও ছিল, এখন তা নেই—সবাই ক্রমে ক্রমে খসে' পড়েছে!

মাজাদউদ্দৌল্যা। তারা ওর যা ছিল সব লুটে পালিয়েছে। এখন সঙ্গে আছে শুধু বেগম, আর আছে দু' চারজন বিশ্বস্ত অনুচর।

আতাউল্যা। তবে ওকে ধ'রতে আর অসুবিধা কি?

মাজাদউদ্দৌল্যা। যদি বাদশা জানেন, কারো রক্ষা থাকবে না।

আতাউল্যা। যাতে বাদশা না জানেন এই ভাবে ধরিয়ে দিন—

মাজাদউদ্দৌল্যা। মুজুরি পোষাবে না।

আতাউল্যা। কেন! কেন! লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণাই আছে। তদুপরি, ইংরেজের খেতাব—মোটা বেতনে চাকুরী—যা চান পাবেন—

মাজাদউদ্দৌল্যা। ওটা অগ্রিম চাই এবং চাই গোপনে।

আতাউল্যা। বেশ, তাই হবে। একবার মীরকাশিমকে দেখতে পাই না?

মাজাদউদ্দৌল্যা। সেইজন্যই আপনাকে এখানে এনেছি।

আতাউল্যা। মীরকাশিম তবে এখানে—

মাজাদউদ্দৌল্যা। শয়তান কি কম? দরবারে বাদশার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে দিইনি ব'লে আমায় শাসিয়েছে জুম্মাবারে বাদশা যখন নামাজ পড়তে আস্‌বেন সেই সুযোগে সে বাদশার সঙ্গে দেখা ক'র্‌বে। প্রতি জুম্মাবারে আস্‌ছে।

আতাউল্যা। সর্ব্বনাশ! এখন উপায়?

মাজাদউদ্দৌল্যা। উপায়—আমি ক'রে রেখেছি।

আতাউল্যা। কোথায় সে?

মাজাদউদ্দৌল্যা। হয় তো আশে-পাশেই আছে। আসুন দেখ্‌চি।

উভয়ের প্রস্থান

এক ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকপত্নী গান গাহিতে গাহিতে আসিল।

গান

চল্ বেদুইন, অচল পথে
পীতমকে তোর চাস্ রে যদি!
রাজপথে যে কেবল ধূলো,
এই জনতায় নেই দরদী।

মীরকাশিমের প্রবেশ। পরিধানে মলিন ছিন্ন পোষাক।
ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকপত্নীর গান চলিতেই লাগিল

খুঁজবে কারা মরীচিকা—
মরুর বুকে যূঁই-কলিকা!
কে নিতে চায় ফকীরি ভাই,
কে নিবি বল্ রাজার গদী?
ওগো মালিক! তোমার দেশে
আস্‌মানে সাত-সাগর মেশে,
সেই সাগরে কূল হারিয়ে
অকূল খোঁজে জীবন-নদী।

গানের শেষে ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকপত্নী মীরকাশিমের নিকট ভিক্ষা চাহিল

মীরকাশিম। নেই কিছু নেই। একদিন মুঠো ভরে' মোহর তুলতাম, মুঠো ভরে' ছড়িয়ে দিতাম। আজ নেই···কিছু নেই!

মসজিদের দিকে ফিরিলেন

ভিক্ষুক। পাগল!

মীরকাশিম ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন

মীরকাশিম। হ্যাঁ—হ্যাঁ—পাগল! ঠিক ব'লেছ পাগল। নইলে কি শুনতে পাই সিরাজের আর্ত্তনাদ, লুৎফার ক্রন্দন, বাংলার হাহাকার! তোমরা কি তা শুন্‌তে পাও? তোমরা কি

দেখ্‌তে পাও এক ফোঁটা রক্ত বড় হ'য়ে হ'য়ে সারা দেশ লাল ক'রে দিচ্ছে? পাও দেখ্‌তে?

ভিক্ষুক পত্নী। (ভিক্ষুককে) চল চল পালিয়ে যাই—

মীরকাশিম। হাঁ, হাঁ পালাও! পালাও! বাংলা থেকে পাটনায়, পাটনা থেকে মুঙ্গের, মুঙ্গের থেকে অযোধ্যায়—অযোধ্যা থেকে দিল্লীতে পালিয়ে এলাম। আস্‌তে আস্‌তে দেখ্‌লাম, যে পারছে সে-ই পালাচ্ছে। মাটিতে স্থির হ'য়ে বুক ফুলিয়ে কেউ রুখে দাঁড়াচ্ছে না—কেউ না! সারা দেশে কেউ না!! পালাও—পালাও······

কথা শেষ হইবার আগেই ভিক্ষুক ও ভিক্ষুকপত্নী চলিয়া গেল। মীরকাশিম কথা শেষ করিয়া চাহিয়া দেখিলেন

মীরকাশিম। একা! আবার একা!

ধীরে ধীরে গিয়া আবার মসজিদের সোপানে বসিলেন। ধীরে ধীরে ফতিমা আর নজাফ খাঁ প্রবেশ করিল

নজাফ। ওই দেখুন মা!

ফতেমা। নজাফ! এ-ও আমাকে দেখ্‌তে হোলো! অনাহারে শীর্ণ দেহখানি জীর্ণ শালে জড়িয়ে নির্জ্জনে নির্ব্বান্ধব ব'সে র'য়েচেন বাংলার প্রজাপালক নবাব কাশেম আলি!

নজাফ খাঁ। দেখা পেয়েছ, এই কি যথেষ্ট নয়, মা?

ফতেমা। হ্যাঁ, নজাফ, তা-ই আমার ভাগ্য। নজাফ!

নজাফ। মা!

ফতেমা। আমি এগিয়ে যাব ওঁর কাছে ?

নজাফ। যাও মা—

ফতেমা। পেছনে চুপ্‌টি ক'রে ব'সে ওর ব্যথা-ভরা বুকে হাত বুলিয়ে দোব, নজাফ ?

নজাফ। দাও মা—

ম্লান হাসি হাসিয়া ফতেমা অগ্রসর হইল

কিন্তু মা, মনে রেখ.........

ফতেমা ফিরিয়া আসিল

ফতেমা। কি নজাফ ?

নজাফ। মনে রেখো চারদিকে শত্রু। বেশীক্ষণ এখানে থাকা নিরাপদ নয়। যত শীগ্‌গির পার ওকে নিয়ে চ'লে এস।

ফতেমা। নজাফ !

নজাফ খাঁ। বল, মা—

ফতেমা। আমার যেতে সাহস হ'চ্ছে না ; আমি যাব না। আমি......ফিরে যাই—

নজাফ। সে কি মা !

ফতেমা। তুমি জাননা নজাফ, মীরজাফরের কন্যা ব'লে নবাব আমাকে কত ঘৃণা করেন ! আমাকে দেখ্‌লেই হয় তো উত্তেজিত হ'য়ে চলে' যাবেন। তাই, আমি বলি, নজাফ,

আমি চলে' যাই। তুমি ওকে নিরাপদে কোথাও নিয়ে যাও। তারপর···তারপর যদি সুদিন কখনো আসে, তাহ'লে···

মীরকাশিম উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিলেন

নজাফ। নবাব এই দিকেই আস্‌ছেন—

ফতেমা। আমি যাই নজাফ !

একটু অগ্রসর হইল

মীরকাশিম। যেয়োনা···

ফতেমা দাঁড়াইল

যেয়োনা তোমরা···আর আমি একা থাক্‌তে পারি না···

তাহাদের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইলেন

গাও আবার সেই গান—

"ওগো মালিক ! তোমার দেশে
আসমানে সাত-সাগর মেশে
সেই সাগরের কূল হারিয়ে
অকূল খোঁজে জীবন-নদী"

গাও।

ফতেমার দিকে ফিরিলেন

গাও বহিন!

ফতেমা। জনাব, জাঁহাপনা, আমি যে আপনার বাঁদী!

মীরকাশিম। কে! মীরজাফরের কন্যা? এখানেও এসেছ পিতার আদেশে এসেছ ধরিয়ে দিতে!

ফতেমা। মীরজাফরের কন্যা আমি নই জাঁহাপনা! নবাব কাশেম আলির বাঁদী—ফতেমা!

মীরকাশিম। কাশিম আলির বাঁদী!

নজাফ। জাঁহাপনা! চারদিকে শত্রু! আপনাকে যে ধরিয়ে দেবে সে লক্ষ টাকা পুরস্কার পাবে।

মীরকাশিম। হাঁ, হাঁ, তাই তো মীরজাফরের কন্যা দিল্লী পর্য্যন্ত ছুটে এসেছে লাখো টাকার লোভে—আস্‌বে না! তার বাপ একদিন টাকার লোভে বাংলাকে বিক্রী ক'রেছিল।

ফতেমা। না জাঁহাপনা, মীরজাফরের কন্যা তার বাপের কাছে ফিরে যাবে না! সে থাক্‌বে তার স্বামীর কাছে! লতা যেমন ক'রে গাছকে জড়িয়ে থাকে, ছায়া যেমন ক'রে কায়ার পেছনে পেছনে ফেরে, তেমন ক'রেই আমি সকল দুঃখে, সকল দুর্দ্দিনে আপনার সঙ্গে অভিন্ন হ'য়ে থাক্‌ব, মৃত্যু ছাড়া কেউ আমাকে আপনার কাছ থেকে পৃথক ক'রে নিতে পারবে না।

মীরকাশিম। তবে তাই হোক! মৃত্যুই হোক মীরজাফরের কন্যার স্বামীভক্তির—পুরস্কার।······

গলা টিপিয়া ধরিলেন

নজাফ। জনাব! জাঁহাপনা!

ছাড়াইয়া দিল

ফতিমা। হায় খোদা!

বসিয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল

মীরকাশিম। চোখের জলে আমি ভুলছি না! লুৎফাও কেঁদেছিল, সিরাজও কেঁদেছিল, গোটা বাংলা আজ ডুক্‌রে কাঁদছে। কে তার মূল্য দিল? কে তার মূল্য দেবে? সিরাজ নিয়ত আমার কানে কানে ব'ল্‌চে—পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত কর, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত কর—

মাজাদউদ্দৌল্যা ও প্রহরীগণের প্রবেশ

মাজাদ। এখানে এত গোলমাল কিসের?

মীরকাশিম। এই যে উজীর! দয়া কর, ভাই, দয়া কর—আমায় একটীবার বাদশার সম্মুখে হাজির কর—

মাজাদ। দেখছি শক্ত পাগল—সরাও, সরাও বাদ্‌শা আস্‌বার সময় হ'য়েছে।

প্রহরিগণ মীরকাশিমকে ধরিতে গেল

মীরকাশিম। কি আমি পাগল! বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি নবাব মীরকাশিম পাগল! আর সে কথা ব'লছে কিনা বেতনভোগী এক ভৃত্য!

নজাফ। জনাব! জনাব! আপনি স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হ'চ্ছেন ; আসুন, আমার সঙ্গে আসুন—

মীরকাশিম। (থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন) তুমিও নজাফ খাঁ, শেষে তুমিও! তুমি আমায় পালাতে ব'ল্‌ছ ?

নাজামদ্দৌল্যার চরের প্রবেশ

চর। (নাজামদ্দৌল্যাকে) জনাব! বাদশা আস্‌ছেন।

মীরকাশিম। (শুনিতে পাইয়া সোল্লাসে) বাদশা আস্‌ছেন! বাদ্‌শা আসছেন!

নাজাদ। কি সর্ব্বনাশ! বন্দী কর, বন্দী কর, এ পাগ্‌লাকে বন্দী কর, এখান থেকে নিয়ে যাও বাদশা যাতে দেখ্‌তে না পায়।

প্রহরী অগ্রসর হইল

মীরকাশিম। কার সাধ্য আমায় বন্দী করে! বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতিকে বন্দী ক'রবে কে? কার আদেশ? (রুখিয়া উপরের ধাপে উঠিতে উঠিতে বলিতে লাগিলেন) বাদ্‌শা। বাদশা!

রক্ষীরা তাহাকে ধরিল

নাজাদ। বন্দী কর! বন্দী কর—পাগ্‌লাটাকে বন্দী কর—

মীরকাশিম। ছাড়, আমায় ছাড়। বিশ্বাস কর আমি পাগল নই,

আমি পাগল নই! সুদূর বাংলা থেকে আমি পত্র বহন ক'রে এনেছি।······আলিবর্দ্দীর পত্র, সিরাজের পত্র, গোপনীয় পত্র—রক্তের হরফে লেখা পত্র···আমি বাদশার কাছে, খোদা-তালার কাছে পেশ ক'র্‌ব···

প্রহরিগণ ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল।

ফতেমা। হায় খোদা!—প্রভু—স্বামী—

মীরকাশিম কপালে হাত দিতে টের পাইলেন
রক্ত পড়িতেছে

মীরকাশিম। রক্তে লাল হ'য়ে গেছে! রক্তে লাল হ'য়ে গেছে—পলাশীর প্রাঙ্গণ যে-রক্তে রাঙা হ'য়েছে—সে-রক্তে সারা বাংলা লাল হ'য়ে গেল—সেই রক্তের বন্যা ধেয়ে আস্‌ছে, সারা ভারত লাল হ'য়ে যাবে, সারা-ভারত লালে লাল হ'য়ে গেল,—লালে লাল হ'য়ে গেল—লালে লাল হ'য়ে গেল— (মৃত্যু)

যবনিকা



চরিত্র পরিচয়

মীরকাশিম	সুবে বাঙলার নবাব।
নজাফ খাঁ	ঐ সেনানায়ক।
গুরগিন্ খাঁ (Col. Gregory) ...	ঐ গোলন্দাজ সেনানায়ক।
সমরু (Sombre)	ঐ সেনানায়ক।
আরাব খাঁ	মুঙ্গেরের শাসনকর্ত্তা।
মঁসিয়ে জেন্‌টিল (Monsieur Gentill)...	নবাবের ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ।
মীরজাফর	ভূতপূর্ব্ব নবাব।
জগৎশেঠ	মুর্শিদাবাদের ধনকুবের।
রাজা রাজবল্লভ, রাজা রায়দুর্লভ	নবাবের ওমরাহ্‌গণ।
নন্দকুমার	মীরজাফরের দেওয়ান।
ভ্যান্সিটার্ট (Vansittart)	ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণর।
ওয়ারেন্ হেষ্টিংস (Warren Hastings)	কোম্পানীর কাউন্সিলর।
য়্যাডাম্‌স্ (Adams)	কোম্পানীর সেনাপতি।
কার্ণাক্ (Carnac), অমিয়ট্ (Amiyatt), হে (Hay)	কোম্পানীর কাউন্সিলরগণ।
খোজা পিদ্রুস্	চর
নাজামদ্দৌল্যা	মনি বেগমের গর্ভজাত মীরজাফরের পুত্র।
মাজাদ্‌উদ্দৌল্যা	বাদশাহের নায়েব উজীর।
আতাউল্যা খাঁ	কর্ণেল কানিংসের চর।
সৈয়দ বান্দা, মুর্ত্তাজা খাঁ, মীর্জ্জাইরাজ খাঁ	মীরকাশিমের সেনানায়কগণ।
ফতেমা বেগম	মীরকাশিমের স্ত্রী
মনি বেগম	প্রথমে নর্ত্তকী তৎপরে মীরজাফরের বেগম।

প্রথম অভিনয় রজনী

নাট্যনিকেতন কলিকাতা

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৮ ১লা পৌষ ১৩৪৫ শনিবার

রাত্রি ৭॥০ ঘটিকা

সংগঠনকারিগণ

নাট্যকার	মন্মথ রায়
প্রযোজক	শ্রীসুধীরচন্দ্র গুহ
পরিচালক	শ্রীসতু সেন
সঙ্গীত রচনা	শ্রীহেমেন্দ্র রায়
নৃত্য পরিকল্পনা	শ্রীমতী নীহারবালা
সুর	শ্রীঅমর বসু
হারমোনিয়াম	শ্রীচারু শীল
সঙ্গতি	শ্রীবনবিহারী পান
পিয়ানো	শ্রীফণিভূষণ শীল ও শ্রীহারাধন বিশ্বাস
বেহালা	সেখ মোমতাজ
চেলো	শ্রীতারক চট্টোপাধ্যায়
স্মারক	শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য
	শ্রীমনিগোপাল মুখোপাধ্যায়
আবহ সঙ্গীত	শ্রীমধুসূদন আঢ্য
	শ্রীমদনমোহন আঢ্য
আলোক	শ্রীসুধীরচন্দ্র সুর, শ্রীশৈলেন দত্ত
	শ্রীসুধাংশু মিত্র
রঙ্গমঞ্চোধ্যক্ষ	শ্রীমাণিকলাল দে
সজ্জাকর	শ্রীকুঞ্জলাল রায়, শ্রীগোবিন্দ দাস,
	শ্রীননী গঙ্গোপাধ্যায় ও
	শ্রীকালীপদ দাস

প্রথম অভিনয়-রজনীর অভিনেতৃগণ

মীরকাশিম	শ্রীছবি বিশ্বাস
মীরজাফর	শ্রীশিবকালী চট্টোপাধ্যায়
নজাফ খাঁ	শ্রীভূপেন চক্রবর্ত্তী
নাজামদ্দৌল্যা	শ্রীসিদ্ধেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়
আরাব খাঁ	শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মীর্জ্জাইরাজ খাঁ	শ্রীবনবিহারী পাল
সৈয়দমহম্মদ আলি	শ্রীগিরিজাভূষণ মিত্র
সাজাদউদ্দৌল্যা	শ্রীপশুপতি সামন্ত
আতাউল্লা	শ্রীযুগল দত্ত
গুরগিন খাঁ	শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায়
খোজা পিক্রস্	শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র
সমরু	শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সৈয়দবান্দা	শ্রীকালী গোস্বামী
উজীর খাঁ	শ্রীঅমূল্য হালদার
মূর্ত্তাজা খাঁ	শ্রীহরিদাস ঘোষ
রায় দুর্লভ	শ্রীকুঞ্জ সেন
রাজবল্লভ	শ্রীজীবন চট্টোপাধ্যায়
জগৎশেঠ	শ্রীধীরেন চট্টোপাধ্যায়
নন্দকুমার	শ্রীপশুপতি সামন্ত

ভ্যান্সিটার্ট	শ্রীজিতেন গঙ্গোপাধ্যায়
হেষ্টিংস	শ্রীগিরিজা মিত্র
য়্যাডাম্‌স্	শ্রীফণি গঙ্গোপাধ্যায়
কার্ণাক	শ্রীনরেন চক্রবর্ত্তী
অমিয়ট	শ্রীসূর্য্য সেন
হে	শ্রীআদিত্য ঘোষ
মঁসিয়ে জেন্টিল	শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়
ভিক্ষুক	শ্রীগণেশচন্দ্র অধিকারী
ফতেমা	শ্রীমতীনীহারবালা
মনিবেগম	শ্রীমতিঅপর্ণা
বাইজী ও ভিক্ষুকপত্নী	শ্রীমতিদুর্গারাণী

খানসামা, চর, সৈন্যগণ প্রভৃতি—শ্রীবৈদ্যনাথ দাস, শ্রীমধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীনকুল দত্ত, শ্রীযতীন দে, শ্রীগুপিনাথ দাস, শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডু, শ্রীপার্শ্বনাথ ধর, শ্রীঅমিয়মোহন ঘোষ,শ্রীমদনমোহন গোস্বামী, শ্রীনিমাইচাঁদ রায়, শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহরেন দাস

নর্ত্তকীগণ—শ্রীমতীরাণীবালা, শ্রীমতীমুকুলমালা, শ্রীমতীপুষ্পরাণী শ্রীমতীসুবাসিনী, শ্রীমতীরাণীবালা, শ্রীমতীবিদ্যুৎলতা, শ্রীমতীননীবালা, শ্রীমতীকমলা, শ্রীমতীআশালতা

ইংরাজ নর্ত্তকীগণ—মিসেস্ বার্ণাডো, মিস্ জোয়ান হ্যারিসন্ মিস্ রয়ারেড্

মন্মথ রায়ের

রূপকথা

প্রথম অভিনয় রজনী C.AP কর্ত্তৃক ৩রা ডিসেম্বর ১৯৩৮

The Statesman, 4th Dec. 1938—"Something new in the history of the Bengali stage was attempted by the Calcutta Art Players last evening at the First Empire Theatre, when they adapted an Indian fairy-tale to the European Conception of the pantomime, while maintaining its full Indian characteristics. ....In the story of "Rupkatha," Manmatha Ray, the author brought out all the items that constitute Indian fairy-tales—a winged-Horse, the Magic-flute, Golden Beetle and the Gold and Silver Wands—and of course, the Demons formed an inseparable background."

আনন্দবাজার-পত্রিকা, ৬ই ডিসেম্বর ১৯৩৮—রূপকথা নাটক—রূপকথারই এক কাহিনী। আমরা রূপকথার অনেক কাহিনীর সহিত পরিচিত; কিন্তু রূপকথার কাহিনীকে মঞ্চে রূপ দিবার চেষ্টা এ পর্য্যন্ত আমাদের দেশে বড় একটা দেখা যায় নাই। আখ্যানভাগের অভিনবত্বে, অভিনয় ও নৃত্যগীত মাধুর্য্যে, পরিচালনার গুণে, সঙ্গীতের মনোহারিত্বে নাটকখানি আমাদের কাছে অপূর্ব্ব বোধ হইল।......

এইরূপ একখানি অভিনব ও সুলিখিত নাটকের জন্য আমরা শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়কে অভিনন্দিত করিতেছি।

Amrita Bazar Patrika. 6th. Dec. 1938—"......Manmatha Ray, the noted playwright of the Modern Bengal School, has given it an exquisite dramatic shape mostly on the lines of the European pantomime, affording ample scopes for music and dancing. His remodelling of the age-old story of the Prince Charming, his undying love for the Princess Charming carried away by an Ogre

and his rescue of her from within the prison of the Ogre's enchanted castle—has been truly masterly. He has packed his story with irresistible situations, with all the refreshing simplicity of a fairy-tale romance and with enthralling drama. Where he has branded the popular theme with his individual brilliance is his extra touch of symbolism tugged on to the shrewdly artistic establishment of love's eternal truimph over brute force……"

যুগান্তর—রবিবার ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৩৮ "…সুপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীমন্মথ রায়ের অপরূপ নাটিকা 'রূপকথা'র নাটকাংশ যে রঙিনরূপে রঞ্জিত তা প্রত্যেক দর্শকেরই মনে শৈশবের পুরাতন স্মৃতি এনে দেবে।"

বাতায়ন—'রূপকথা'র নাট্যরূপ দান ক'রেছেন মন্মথ রায়। গল্পাংশ মৌলিক নয়—সেই রাক্ষসরাজের হাতে বন্দিনী রাজকুমারী আর তাকে উদ্ধার ক'রল দুঃসাহসী এক রাজকুমার—কিন্তু তাহ'লেও নাটকীয় রস-সৃষ্টি বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনা নিখুঁত হ'য়েছে বললেও অত্যুক্তি হয়না।…"

Advance, 7. 12. 38"……The fable 'Rupkatha' is built from the pages of the fairy land by Mr. Manmatha Ray, a noted figure in Modern Bengali literature The way he has plugged charming dialogue revolving entirely on a note of suggestivity, bespeaks his mastery of story-telling. The effective dialogue has much to do with the dramatic build up.…"

ভগ্নদূত—৯ই ডিসেম্বর ১৯৩৮। "…রূপকথা" সত্যসত্যই রূপকথা। রাজকন্যা, রাজকুমার, যক্ষ, রূপকথার সেই আবহাওয়া সেই রঙীন কল্পনা সবই আছে। রূপকথাকে নাট্যরূপ দান করিয়া মন্মথ রায় গৌরবান্বিত হইলেন এবং তাহাকে পাদপ্রদীপের সম্মুখে রূপায়িত (কিম্বা জীবন্তও বলা যাইতে পারে) করিয়া সি-এ-পি যে বাঙ্গলার সাধারণ নাট্যসম্প্রদায় হইতে পৃথক তাহা প্রমাণ করিলেন।…"

Dipali, 9th Dec. 1938. "……Mr. Manmatha Ray, writer of the piece, has struck a new note in stage-literature by nicely adapting the story of the exiled Yaksha to the requirements of a fairy tale, and the combination of colour, tune and rhythm that accompanied its stage-representation went to make it unique. In fact, this type of fairy-tale in pantomime is to be rarely seen in our theatres, and the credit goes to the C.A.P. for reviving a neglected aspect of stage-art.……"

দীপালি—৮ই ডিসেম্বর ১৯৩৮। "…রূপকথা" সঙ্গীত-নৃত্যচটুল একখানি নাটিকা যাহার আখ্যানবস্তুই রূপকথা।… কাজেই রূপকথায় থাকে শুধু রূপ ও কথা আর হাসি ও ব্যথা। নাট্যকার তবুও ইহার মধ্যে রাজপুত্র ও রাজকন্যার জন্ম জন্মান্তরের অতৃপ্ত অপূর্ণ অন্তরের আকুলতায় যে প্রেম যুগে যুগে জন্মে জন্মে এই দুইটি প্রেমিক-প্রেমিকাকে অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, যাহা দেহান্তেও মরে নাই, পাষাণেও চাপা পড়ে নাই, সেই অবিনশ্বর প্রেমের জয়ই গাহিয়াছেন।…"

VIDYUTPARNA

Amrita Bazar Patrika. *Sunday—4th Sept, 1938*

Mr. Manmatha Roy, who with his remarkable literary gift has won his way to the fore-front of the dramatists of the day has given us this new play. "VIDYUTPARNA" would be esteemed by many keen lovers of drama as having brought a whiff of fresh breeze in Bengal's jaded arena of dramas. This one-act gem, complete in four compactly knitted out scenes, is a pleasant revelation of further developments of Mr. Roy's gift of the dramatic pen, calling forth the best in him.

The main thread of the story is perfectly well preserved, linking on to it the engaging by-plays with consummate craftsmanship. The writer's deep insight into and understanding of human characters and his grasp of the art of creating and then ably tackling dramatic situations all imbued with the touch of his literary distinction, all go to make his work ingeniously bright. "VIDYUTPARNA,' is a legend of yore which while thoroughly ingratiating in its foldings of legendary grandeur, is not bereft of a shrewd touch of modernism. The characters from his pen have just that artful hue of over-colour which makes them memorable.······Price As-12.

RAJNATI

Hindustan Standard. *Mar. 13, 1938.* Cal. Edition.

At a time when modern Bengali literature was really in need of a good dramatist, Sj Manmatha Ray appeared in this sphere with his keen insight into human nature and his extraordinary talent in creating a truly dramatic situation in his characters.

In his book RAJNATI Sj Roy has once again exhibited his originality in this art. To those who complain of a dearth of suitable Bengali dramas for amateurs we are glad to recommend this book with this hope that it will be received with the same kind of appreciation as it was the case in Calcutta when it was staged by the C. A. P.······Price As. 12.

রাজনটী—ফাষ্ট´ এম্পায়ার।—**আনন্দবাজার পত্রিকা**

শ্রীযুক্ত মন্মথ রায় যশস্বী নাট্যকার। বিদ্যুৎপর্ণা নাটকের রচনাবিন্যাসে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন 'রাজনটী' নাটকের মধ্যেও তাহার অভাব নাই, এই নাটকের মধ্যে তিনি যে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার প্রতিভার যশোগান করিতেছি। মূল্য বার আনা।